ক
828

সর্ব্বচিত্তরঞ্জন।

প্রথম ভাগ।

বামন ভিক্ষা এবং ধ্রুবচরিত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু নন্দী চৌধুরী মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত

সংবাদ বর্দ্ধমান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৬৫ সাল

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি বৈদ্যপুরে

প্রাগুক্ত প্রশংসিত বাবুর কাছারী বাটীতে তত্ত্ব

করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভূমিকা।

স্থূল হইতে স্থূল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম রূপগুণ বর্জ্জিত আদ্যন্ত রহিত সর্ব্বভূতে স্থিত পরম পরাৎপর পরমেশ্বর সন্নিধানে অকিঞ্চনের নিবেদন।

অস্মদাদির প্রদেশে সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত মহামান্য পুরাণ গ্রন্থের মর্ম্মার্থ গৌড়ীয় " সুললিত প্রচলিত সাধু সরল সকল শব্দ সঙ্কলনে,, গদ্যছন্দে বামন ভিক্ষা, ধ্রুব-চরিত্র কেহই রচনা করেন নাই।

তদ্ধেতু অকিঞ্চন নিতান্ত অজ্ঞমতি উল্লেখিত দ্বয় উপাখ্যান গদ্যে রচনা করিয়া বোধ বিহীন বামনের গগনস্থ শশধর ধরিবার আগ্রহতা সম পাঠক বৃন্দের চিত্ত রঞ্জন প্রকাণ্ড ব্যাপার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

" সুধাভাষী গুণরাশী,, বুধদল সকল বিপুল বিজ্ঞ স্বভাবে মরাল ও সূপের ন্যায় এই প্রচুর দোষাশ্রিত ক্ষুদ্র গ্রন্থের অসার পরিত্যাগ পুর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া সুদীনে কৃতার্থ দানে ব্যয় কুণ্ঠ হইবেন না।

অত্র পুস্তক বিরচিত হইবার আদেশ কর্ত্তা ও মুদ্রাঙ্কিত হইবার আনুকুল্য কর্ত্তা বহুজন হিতৈষী পরদুঃখে কাতর বিচক্ষণবর, বৈদ্যপুরস্থ বিখ্যাত শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু নন্দী চৌধুরী মহাশয় ইহা রচনাকালে কায়িক মানসিক যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রত্যেকপংক্তি পুনঃ২ পাঠে কিঞ্চিন্মাত্র বৈরক্তির পথানুবর্ত্তী হয়েন নাই।

নিজ সভাপণ্ডিত নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী হাঁসনহাটী নিবাসি শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মূল গ্রন্থ হইতে ভাবোদ্ধারের জন্য সতত: অনুরোধ করিয়াছেন।

পুরাণ গ্রন্থের মর্ম্ম নিজ মিত্রবং সাধারণের চিত্ত রঞ্জন হইবার সম্ভব ভাবিয়া এই গ্রন্থের নাম সর্ব্ব চিত্ত রঞ্জন অবধারিত করিলেন।

এতাদৃশয় সদাশয় মহাশয় ব্যক্তির অসীম গুণোৎকীর্ত্তনে বর্ণমাত্রা একান্ত প্রসবাক্ষমা।

জগৎপিতা সমীপে করপুটে সরলান্তঃকরণে অহরহ এই কামনা অনাথাশ্রয় গুণধাম চির সুখী হউন এবং তাঁহার আলয়ে রাজলক্ষ্মী অনন্তকাল বিরাজ করুন।

বিজ্ঞাপন।

আমি ভ্রান্তি বশতঃ পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম আটপেজি ১২ ফরমায় অর্থাৎ ৯৬ পৃষ্ঠায় চারি খণ্ড সমাপ্ত হইবে এক্ষণে দুই খণ্ডে ১৪০ ফরমা অর্থাৎ এক শত ষোড়শ পৃষ্ঠা হইল একারণ দুই খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত করা গেল।

শ্রীচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।
বৈদ্যপুরস্থ স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সর্ব্বচিত্তরঞ্জন।

বাগনাটিকা।

ত্রিলোক বিখ্যাত মহামতি কশ্যপ মুনির দিতি অদিতি নাম্নী দুই বনিতা, দিতি গর্ভে অসুরকুল অদিতি গর্ভে সুরকুল উৎপন্ন। এই উভয় কুলে সর্ব্বদাই অরিভাবে অতুল ঘোর সংগ্রামে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, রসাতল, তলাতল, অতিতল কম্পান্বিত করিয়াছিলেন।

কখন সুর কর্ত্তৃক অসুর, কখন অসুর কর্ত্তৃক সুরে পরাভব হইয়া পুনঃস্থলে উভপক্ষে পরাভূত করিতেন। একদা মহাবল পরাক্রান্ত অসুর সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া গীর্ব্বাণগণে পশ্চাত করিয়া তাঁহাদের স্বর্গ সমীপে যাইবার পন্থা রাখিল না। অপদস্থ দেবতা সমস্ত অসুরের আশঙ্কায় কেহ মর্ত্যলোক মধ্যে দুর্গম অরণ্যে, কেহ গিরি গুহায়, কেহ সিন্ধুতটে, কেহ নরাকারে দারুণ দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সুরমাতা অদিতি আপন অপত্য সমূহের এতদ্ ঘটনে ও অনুশোকে স্বামিসমীপে সজল নয়নে বহু-চিন্তাভাবে কহিলেন, হে প্রাণকান্ত! মদীয় কমলা-কান্ত তনয়চয় দুর্ব্বিনীত অসুর ত্রাসে কোথায় লুক্কায়িত

রহিল, তাহাদিগের বার্ত্তা বিনা তাপানলে দহ্যমান হৃদয় স্নিগ্ধ করিবার উপায়ান্তরাভাবে আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি সুতচয়ের উদ্দেশে স্বয়ং যাইব, আপনিও, ত দেবতাদিগের স্বীয় স্বীয় পদচ্যুত কালাবধি অর্থাভাবে প্রচুর ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, অসুরেরা আপনাকে গৌরব ভাজন বলিয়া কিঞ্চিন্মাত্র অর্থানুকুল্য করে না। সুর ধর্ম্মে দারুণ জনক জননীর অনুরক্ত জন্যই কি তাহাদিগের এই দশা হইল! হা ধর্ম্ম! তোমাকেই বা কি কহিব, তুমি কি প্রকারে দুর্জ্জন পালন, সজ্জন দলন, অবলোকন করিয়া সন্তোষ থাক। যাহা হউক, আমি যদবধি গর্ভস্থ সন্তান সকলের শারীরিক সুখ সংবাদ না পাইব, তদবধি অন্ন জল গ্রহণ করিব না। কশ্যপ বনিতার ব্যাকুলতা ও বিশিষ্ট বিলাপ বিন্যাস বাক্যে আন্তরিক যৎপরোনাস্তি বিষাদিত হইয়া বাহে বলিলেন, হে প্রিয়ে! সন্তান সকলের সম্পকাল অদর্শন জন্য শোক তপ্তা হইও না। স্বামি বাক্য ধর, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ত্বরায় তোমার তনয়গণের শুভ সংবাদ পাইবে। এবং জগদীশ্বরও তাহাদিগকে অগৌণে জয় ও প্রভুত্ব প্রদানে পরম সুখী করিবেন। মহামতি কশ্যপ এইরূপ অনেক শান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া পরব্রহ্ম ধ্যানের উপায় বলিলেন।

অদিতি সেই ব্রত ধারণান্তে এক রজনীতে নিদ্রা বস্থায় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। যেন গড়ুরারূঢ়, চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী পিতাম্বর সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কহিলেন। হে মাতঃ! অদিতে! তুমি আর অনিবার সন্তান গণের বিপদ চিন্তিয়া পেলব হৃদয়ে তাপানলকে স্থান দান করিও না, আমি স্বয়ং তোমার গর্ভে জন্মা-ইয়া দুরাত্মা অসুর কুলের বিশিষ্ট দমন করিব। অদ্য অমরবর্গে আমার নিকটে যাইয়া আপনং অসীম অসুখ অভিযোগ করিয়াছে, তাহাতে আমি তোমাকে যাহা কহিলাম তাহাদিগকেও এই বলিয়া শান্তনা করিয়াছি।

তখন সুপ্তোত্থিতা অদিতি শিহরিতাকারে স্বামি সমীপে সত্বরে স্বপ্ন সম্বাদ কহিলেন। মহামুনি ইহা শুনিয়া সুলক্ষণাক্রান্ত স্বপ্ন বলিয়া সন্তোষ হইলেন। এবং নিজ রমণীকে অশেষ বিশেষ প্রবোধ বাক্যে তাহার চিত্তক্ষেত্র হইতে চিন্তা তরুর প্রায় মুলোৎপাটন করিলেন, এবং অমোঘ বিষ্ণুবাক্যে তপোধন-জায়া সেই রজনীতেই অন্তর্বত্নী হইলেন।

ক্রমে অদিতির উদর আকাশে শুক্লপক্ষের শশীর সদৃশ গর্ভস্থ তনয় দিন দিন উন্নতি পাইয়া দশম মাসের দশম দিবসে ষোলকলা বিশিষ্টাকারে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। ধাত্রী অন্যে অনিকৃষ্টিত রমণীগণে সুত

জাতকের সংবাদ দিলা মাত্রেই সকলে অতি হৃষ্টচিত্তে উদ্ভূত পুত্রখানি করিয়া অবলোকন করিলেন। অপরূপ রূপবিশিষ্ট খর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সেরূপ কখন তাহাদিগের নয়ন পথের পথিক হয় নাই; তাহারা তখন নবজাত বালকের ন পূর্ব্ব ন পর ক্ষুদ্র বপু দীপ্তি বীক্ষণে ধন্য অদিতি গর্ভ, ধন্য অদিতি গর্ভ, ধন্য কশ্যপের ঔরস বলিয়া পুনঃ২ ধন্যবাদ দিল।

অনন্তর ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা দিবসে সূতিকাগার শুদ্ধ এবং দ্বিংশতি দিবসে ষষ্ঠী পূজা সমাপনান্তে ষন্মাসী পূর্ণিতকালে অন্নপ্রাশন; ও খর্ব্ব কায়ানুসারে বামন নামে আখ্যাইত হইল। ক্রমে বামন শিশু বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া চতুর্থ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়ঃপূর্ণ হইলে এক দিবস কশ্যপ অদিতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। হে অদিতে! [illegible] বামনের মুখ্য উপনয়নের কাল উপস্থিত, একারণ আমি এক উত্তম দিন দেখিয়া শুভক্ষণে উহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করাইবার অভিলাষ করিয়াছি। যদিও আমার যোগ্য হীন দশায় নিহিত শেষ সন্তানের সাধের কর্ম্মে যোগ্য সমারোহ আড়ম্বর ব্যাপার করিবার সাধ নাই; তথাচ [illegible] কর্ম্মের বিধিকরা কোন ক্রমে শাস্ত্রথা বুঝি [illegible] নহে। আমি [illegible] অনেক [illegible] কার্য্য [illegible] করিব। [illegible] হইবেক। [illegible]

মৃগচর্ম্ম, কুশ, দূর্ব্বা, দ্রোণী, গৌরিমৃত্তিকা, এই সমস্ত যজ্ঞোপবীতের অনুষ্ঠান আরম্ভ সময়ে কি পাইবার অসম্ভব থাকে ? এসমস্ত বিনা ব্যয়ে কোন্ ব্যক্তি না লাভ হইতে পারে ?।

অদিতি কহিলেন, হে নাথ ! আপনি আমাকে এক থাটি কহিবেন না, আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানের সাধ্যে উপনয়ন এ দুঃসময়ে কোন ক্রমে দেওয়া হইবে না। আমাকে সকলে দেবরাজ মাতা কহে, আমি কি প্রকারে বামনের উপনয়ন দিবসে দশ জন লোকের পাতে অন্ন না দিয়া সংক্ষেপে কার্য্য সমাপন করিব। আমার উপযুক্ত সন্তান সকলের সুদিন হইলে এ কার্য্য ঘোর ঘটায় সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবেক। শিশু বামনের এখন উপনয়নের কাল বহির্ভূত হয় নাই, যে প্রকার অন্য এতাদৃশ দুঃসময়ে সম্পন্ন হইতে হইবে। আমার গোপাল বামনের সাতবৎসর শিশুর একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলে শেষ [illegible] ব্যতীত কোন জন্যে যজ্ঞোপবীতের নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিতে হয় না। আপনি এ বিষয়ে পুনঃ [illegible] আমি [illegible] [illegible] ক্ষেত্রে করিব [illegible] অন্য নানা [illegible] আর দুঃখের [illegible] [illegible] যাইয়া, প্রচুর [illegible] করিয়া, সন্তানের সময় অপেক্ষা [illegible] [illegible]। [illegible] না, আপনি

কেবল কুটিরে বসিয়া পুস্তক দৃষ্টি ও কথায় কথায় বচন রচনা এবং বিশিষ্টরূপে বনিতা সহিত বিতণ্ডা করিতে পারেন।

কশ্যপ কহিলেন অগ্রতুলে আড়ম্বর ঘটা হয় না বটে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যে বিঘ্ন হইবার বিষয় কি! তুমি সামান্যাবস্থায় দশ জন আত্মবন্ধুকে ভোজন করাইতে পারবে না বলিয়া যে কুণ্ঠিতা হইতেছ, আমি তাহার সদুপায় স্থির করিয়াছি, অতি সঙ্গোপনে স্বয়ং সুতের উপনয়ন কার্য্য সমাপন করিব। কোন্ মাসে কোন্ দিবসে হইয়াছে কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। কোন কর্ম্মোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ না করিতে পারিলে সেই দিবস তাহার সহিত সাক্ষাতে কিঞ্চিৎ লজ্জা পাইতে হয়, কতিপয় দিবসান্তে পরস্পর তাহা কাহারো স্মরণ থাকে না, তুমি সতী সাধ্বী পতিব্রতা হইয়া পতির অভিপ্রায় মত বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কেন বাসনা কর! ছিঃ সুত লইয়া স্থানান্তরে যাইবার বার্ত্তা কি ভর্ত্তা সমীপে বলিতে আছে! (যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাঃ পিতৃদেবতা)। পুরুষ সকল যে সময়ে যে দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে তখন সেই দ্রব্য পিতৃলোক উদ্দেশে দান করিলেই তাহার পিতৃলোক সকলে পরিতুষ্ট হয়েন। এইত পুরাণোক্তি আমি শাস্ত্র সিদ্ধ এবং প্রশস্ত কর্ম্ম হইবার জন্য এপাক্ষি মাসে ব্যগ্রচিত্ত হইতেছি, তুমি তদভিলাষে বিঘ্ন জন্মাও

ইও না। তখন অদিতি স্বামির এতাদৃশ অনেক অনুনয়ে অগত্যা শিশু সুতের সংস্কারে স্বীকার হইলেন।

তদনন্তর কশ্যপ পঞ্জিকা দৃষ্টে সেই দিবসের পর দিবসে শুভোপনয়নের দিবাবধারিত করিয়া পত্নীকে কহিলেন, হে অদিতে! কল্য অতি প্রশস্ত দিবস, অতএব বালক বামনের উপবীত আগামি দিনে দেওয়াই শ্রেয়ঃ সমারোহ ব্যাপার কিছুই নহে, যজ্ঞোপবীত ধারণের পূর্ব্ব বাসরীয় সধবা সম্বন্ধীয় কার্য্য সমস্ত তোমা হইতে সম্পন্ন হইবে, এবং পুরোহিতকে এ বিষয়ের সম্বাদ না দিয়া আমিই পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পন্ন করিব। অন্য এক জন সংস্কৃত বিপ্র বালককে গুপ্তভাবে আহ্বান করিয়া হোতৃ কার্য্যে নিয়োগান্তে তাহাকে মাধ্যাহ্নিক ভোজন করাইব। আমি অদ্য এক্ষণে উপস্থিত যাজ্ঞিকানুষ্ঠান আহরণে উদ্যোগী হই, এই বলিয়া হরে মুরারে ইত্যাদি বচন পাঠ করিয়া অতি ব্যস্ত চিত্তে সংগোপনে কুটীর অন্তরালে অগ্রে কুশা বন্ধনে ও দ্রোণী ছেদনে নিযুক্ত হইলেন।

এমতকালে দৈব বশতঃ সর্ব্বত্রগামী কলহাক্রান্ত কৌতুক প্রিয় স্বভাব বৈষ্ণব রাজ চূড়ামণি তন্ত্রী বীণা বাদক নারদ, হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেং কশ্যপাশ্রমে আগমন করিয়া সমুচিত সম্বোধনে কহিলেন, ভো কশ্যপ! আইলং, আমি নারদ, অদ্য তোমার আশ্রমে আগমন

কহিলেন, এইক্ষণে আমি যে তোমার রব শ্রবণ করিলাম। সাপরাধি জন যাদৃশ রাজদূত দর্শনে সঙ্কুচিত হয়েন। অঙ্গীকারিত্ব রহে, তাদৃশ তুমি কি কারণে মদীয় কর্ণ শ্রব-ণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ মাত্রেই শঙ্কিত হইয়া নিরুত্তরে অধোবক্তে রহিলে। তখন নন্দকেশ্বর নিবেদন করিলেন। নারদ দারুণ কৌতুকী কলহ প্রিয় গুহ্য প্রকাশক, তাঁহার স্থানে উপ-স্থিত বিস্তারিত বিবরণ ব্যক্ত করিলে, এই কথাই সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিবে। আমার অতি দুরবস্থা দুই জন আগন্তু-কের ভোজন দিবার ক্ষমতা নাই। আমি কোন ক্রমে যোগে যাগে বালকের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিবার বাঞ্ছা করিয়াছি। যে সমস্ত ব্যক্তির সহিত নিতান্ত আত্মীয়তা আছে, তাঁহারা অত্র উপস্থিত উৎসব ব্যাপার শ্রবণেই নিমন্ত্রণ বিনা আহ্বানে আগমন করিবে। তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের জলযোগের দ্রব্য যোগাইতে কাতর হইব। অতএব আমার কোন মতেই নারদের আহ্বানে উত্তর দেওয়া উচিত হয় না, এই বিবেচনা করিয়া চিন্তিত তপোধন ছেদিত দ্রোণী ও সংগ্রথিত দর্ভতৃণ আচ্ছাদন করিয়া আপনি তদুপরি আরূঢ় হইয়া বসিলেন, এবং মনেই ইষ্টদেব, ব্রহ্মণ্যদেব, ও অন্যান্য দেবদেবী স্মরণ পুরঃসর এই কামনায় নিয়োগ হইলেন, অদ্য যেন নার-দের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, ও ব্যক্তি সর্ব্বজন বাঞ্ছিত প্রকাশে উদাসীন চতুর্ব্বর্গ, নারদ সহসা আসিলে অবশ্য

আমি বিষম বিপদগ্রস্ত হইব। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা, রক্ষা করহ, কি হইবেহ! অকস্মাৎ কেন এই আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

কশ্যপমুনি নিতান্ত ব্যাকুল চিত্তে যে প্রকারেতে জগদীশ্বরের ও জগদীশ্বরীর আরাধনা করিলেন। সে সকলি বিফল হইল। কারণ যিনি বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ শূন্য করিয়া অদিতি গর্ভে বামনরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সর্ব্ব স্থলে স্থিত জন সকলের বিদ্যমানে ঘোর ঘটায় সূত্র ধারণের অভিলাষী হইয়াছিলেন; কাহার সাধ্য সে সাধ খণ্ডন করে!

নারদ কশ্যপকে পুনঃ২ আহ্বানে উত্তর না পাইয়া মনেং এই বিতর্ক করিলেন, এ ব্যক্তি যদি এত অধিক উচ্চৈঃস্বরে আহ্বানে বধির বৎ থাকিয়া উত্তর না দিয়া লুক্কায়িত ভাবে রহিলেন, তবে অবশ্যই ইহার কোন বিশিষ্ট হেতু থাকিতে পারে, এবম্প্রকার চিত্ত ক্ষোভে শংসয় অঙ্কুর উদ্ভবে দ্রুত গমনে কুটির অভ্যন্তরে অদিতি সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কহিলেন, কণ্ব কোথায়! তাহাতে অদিতি দেবঋষি সমীপে মিথ্যা বাক্যও কহিতে পারিলেন না, স্বামি অনুরোধেও সত্য বাক্যও কহিতে পারিলেন না, যাদৃশ জলে নক্র স্থলে সার্দ্দূল শঙ্কায় মানব কুলে উভয় শঙ্কটাপন্ন হয়, তাদৃশ অদিতি সত্য বাদিনী উভয় শঙ্কটাপন্না হইলেন, কি করেন, মৌনাবলম্বন

ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। নারদ. অদিতি দ্বারা কোন সন্ধান না পাইয়া ইতস্তত অবলোকনান্তে আপনি আশ্রম পশ্চাতে আসিয়া কশ্যপকে দেখিয়া কহিলেন। কওহে কশ্যপ, ব্যাপার টা কি ? তুমি মলিন আকারে কি জন্যে লুকাইয়া রহিয়াছ।

কশ্যপ হত জ্ঞানে তা, তা, এই, এই, অ, অ, অন্য মনস্ক ছিলাম, এইরূপ বাক্যে দারুণ অপ্রতিভাকারে কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে নারদকে সম্ভাষে কহিলেন, আইসহ দেবঋষি আইস। কায়িক কুশলে আছ? ইহা শ্রবণে দেবঋষি বলিলেন, তোমার ও লৌকিকতা ভদ্রতা বাক্য আমি এক্ষণে শ্রবণাভিলাষী নহি, আপাততঃ তুমি কি জন্য লুক্কায়িত ছিলে আমাকে কহ, কশ্যপ প্রতারণা পূর্ব্বক জপ করিতে ছিলাম কহিলেন, নারদ বলিলেন, দক্ষিণ হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া কোন তন্ত্রানুসারে জপ করিতে ছিলে ! পুনঃ কশ্যপ কহিলেন উহা নহে। আমি ছুরিকা দ্বারা আম্র ফল ত্বক্‌হীন করিয়া ভক্ষণ করিতে ছিলাম, নারদ বলিলেন ভক্ষিত ফলের ত্যক্তাংশ ত্বক অস্থি কৈ ! কশ্যপ কহিলেন আমি দূরে নিঃক্ষেপ করিয়াছি, নারদ বলিলেন তুমি কোন দিগে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়াছ আমাকে দৃষ্ট করাও ?।

তচ্ছ্রবণে কশ্যপ উত্তর দানে অশক্ত হইয়া নিরব হইয়া রহিলেন, নারদ বলিলেন, কেন কেন কশ্যপ? কি জ

ম্লান বদনে নিরুত্তরে রহিলে? কিঞ্চিৎক্ষণ মৌনাবলম্বনান্তে কহিলেন আমি একটা গুপ্তভাবে মাঙ্গলিক হোম করিব, ইহা যে পরিমাণে সংগোপন করিতে পারিব, সেই পরিমাণে ফল দর্শাইবে, কোন ব্যক্তিকে বলিবার বিষয় নহে, এই নিমিত্তে আমি তোমাকে প্রতারণা করিতে ছিলাম। এই বাক্যে নারদের চিত্ত হইতে বিশিষ্টরূপে সংশয় দূরীকৃত না হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন, এখনও উনি সত্য কহিলেন না! এপর্য্যন্ত যে স্থলে একটা উষ্ণকৃত আচ্ছাদিত পদার্থোপরি আরোহিত হইয়া আছেন, তবে কৈ প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিলেন, ইহা যে কি বিষয় আমার অবগত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইল, বাহে নারদ কশ্যপ বাক্যে প্রতীয়মান ব্যবহারে বলিলেন, আরে বিলক্ষণ ইহার জন্য কি আমাকে এত গোপন করিতেছিলে! আমিই কোন্ গুপ্ত হোমের পদ্ধতি না জানি, পর ব্যক্তিকেই না বলিবার বিধি, আমিত তোমার পর নহি। যাহা হউক বেলা অধিক হইল, আমি এক্ষণে আপন আশ্রমে গমন করিব, আসুন্ একবার আলিঙ্গন করি। কশ্যপ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেই ছেদিত দ্রোণী ও সংগ্রথিত কুশা সমস্ত দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় কহিলেন, সাক্ষাৎ হইল ইহাই মঙ্গল, আর কোলাকুলি করিবার প্রয়োজন নাই। নারদ বলিলেন সে কেমন কথা? আলিঙ্গন করাই আত্মীয়তার প্রধান চিহ্ন, এই বলিয়া আপনি বল পূর্ব্বক

কশ্যপের বাহু ধরিয়া আচ্ছাদিত উচ্চাকার স্থল হইতে উত্তোলন করিলেন। আলিঙ্গন ছলে দণ্ডায়মান করিবা মাত্র পদ দ্বারা খোলা কুশা ছড়াইয়া কহিলেন ওহে কশ্যপ! এই কি তোমার মাঙ্গলিক হোমের অনুষ্ঠান অগ্রে গুপ্ত হোমের বিষয় আমার সাক্ষাতে না কহিলে আমি হোমীয় অনুষ্ঠান বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারিতাম, আমাকে বিস্তারিত বলিবার পর তুমি কি জন্য এই সমস্ত দ্রোণী কুশাদি লুক্কায়িত করিতে ছিলে? ইহাতে বিবেচনা করি এখনও তুমি আমাকে সত্য সংবাদ কহ নাই।

কশ্যপ অন্য উপায় ব্যতীত সুতরাং প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমার বামন নামক সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানের গর্ভাষ্টমে মুখ্যোপনয়নের কাল বিবেচনা করিয়া কল্য তাহার যজ্ঞ সূত্র দিবার বাসনা করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা সকলে দুর্দ্দশাপন্ন হওয়াতে আমার যৎপরোনাস্তি অপ্রতুল হইয়াছে। এই দুঃসময়ে শেষ সন্তানের উৎসব কর্ম্মে আমি দুই জন আত্মীয় বন্ধুও ভোজন করাইতে পারিব না, দুরস্থ স্বজন বান্ধব গণের কথা দূরে থাকুক, নৈকট্য প্রতিবাসিরা ইহা জানিলে আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে এক সন্ধ্যা আহারের নিমন্ত্রণ না করিয়া ব্রীড়া বর্জ্জিত জন হয় রহিব। অন্য আশ্রম দিগের এক জন ব্রাহ্মণ ভোজনের আবশ্যক

হইলে তাহারা আমাকে ত্যজিয়া অন্যকে বহে না, আমি সংবৎসর সকলের আশ্রমে সমাদর পূর্ব্বক ভোজন করিয়া এক দিন এই আনন্দের কর্ম্মে যদি আহ্বান না করি, তবে নিতান্ত মূঢ়ের মত কার্য্য হয়, এই জন্য আমি অদ্য শুভ সংবাদের বার্ত্তা কোন ব্যক্তিকে না জানাইয়া অতি সংগোপনে ইহা সম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। তুমি যদি দৈব বশতঃ ইহা অবগত হইলে তবে অতি গুপ্তভাবে কল্য প্রাতে মদীয় আশ্রমে আগমন করিয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। অন্য কোন লোকের সাক্ষাতে এবিষয়ের বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিও না, সাবধান, সাবধান, তুমি আমার পরম সুহৃৎ, তন্নিমিত্তে তোমাকে কহিলাম, অন্যকে কহিলে আমি ব্রহ্ম হত্যা হইব। নারদ বাহ্যে বিলক্ষণ২ ইহা কি কোন ব্যক্তিকে বলিবার কথা, আমার অন্তঃকরণে কত লোকের কত গুপ্ত কথা অপ্রকাশিত রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক সাধুত্বাচরণ প্রকাশিয়া মনে২ কহিলেন। হে ভ্রান্ত কশ্যপ! গোলোক শূন্য করিয়া গোলোকপতি বামনাকারে তোমার ঔরসে অদিতি গর্ব্ভে দুর্দ্দান্ত মহাবল পরাক্রান্ত দানব দল দলন জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি তাহা কিয়ৎ পরিমাণেও অবগত হইতে পার নাই, ত্রিলোক কর্ত্তার উপনয়ন ভক্ত নারদ বর্ত্তমানে তুমি লোক সকলের অগোচরে চুপে২

সম্পন্ন করিতে পারিবে না। আমি আগামী কল্য দিবসে চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ সমস্ত ব্যক্তি বর্গকে একত্রীভূত করিব।

তদনন্তর নারদ কশ্যপ সমীপে কোন ব্যক্তিকে ইহার বাষ্পও কহিবেন না স্বীকার করিয়া বিদায় হইলেন, কশ্যপ আশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে এক হট্ট মধ্যে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে হট্টস্থিত জনসকল! কশ্যপের বামন নামক কনিষ্ঠ পুত্রের কল্য ঘোর ঘটায় উপনয়ন হইবে, তোমাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া আমন্ত্রণ করিতে পারিলাম না, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবে। সে স্থল হইতে ত্বরান্বিত হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতি ঠাকুরের আশ্রমে আগমন করিলেন, তৎ সময়ে প্রচক্ষা দেবতা দিগের দারুণ দুর্দ্দশার মহা অপ্রতুল গ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে ছিলেন, মধ্যাহ্নকালে আশ্রমে অতিথি আসিবার আশঙ্কায় আপনি অপ্রকাশ্য থাকিতেন। তাঁহার আশ্রমে প্রচণ্ড প্রখণ্ডতর মধ্যাহ্ন কালের তপন কিরণ সংলগ্নে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বিশিষ্ট দেবঋষি উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কোথায় সুরাচার্য্য বৃহস্পতি কোথায়, আমি নারদ তোমার আশ্রমে আগমন করিলাম।

তখন সুরাচার্য্য দেবঋষির ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই দারুণ সঙ্কুচিত হইয়া মনেং বিবেচনা করিলেন। এ দুই প্রহরের সময় আমার আশ্রমে আহারাভিলাষে আগমন করিয়া-

ছেন। আমি এই দুঃসময়ে স্বোদর পরিপূরণেই সম্পূর্ণ অক্ষম, আবার এখন ওব্যক্তির উদর কি প্রকারে পূরণ করিব! উহাকে আমি উত্তর না দিলে আপনি নৈরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিবে, এই যুক্তি মনেং স্থির করিয়া পত্নীকে কহিলেন, তুমি ইহাকে কহ কর্ত্তা প্রবাস গমন করিয়াছেন, অদ্য তিনি আশ্রমে অনুপস্থিত আছেন। যখন সুর পুরোহিত পত্নীকে প্রতারণা পরামর্ষ উপদেশ দিতে ছিলেন; তখন বৃহস্পতির আশ্রমের অনতি দূরে নারদ দাণ্ডাইয়া তাঁহার গুপ্তাদেশ শ্রবণ করিলেন। মুনি পত্নী পতির মতানুসারে তদ্রূপ কহিলেন। চতুর চূড়া-মণি দেবঋষি এই বাক্য শ্রবণে তাহাদিগের চিত্তস্থ সমস্ত অবগত হইয়া প্রতারণার উপর প্রতারণাভিপ্রায়ে দ্রুত প্রত্যাগমন উন্মুখাকারে উচৈঃস্বরে এই কহিলেন! যে ব্যক্তিরা দারুণ অপ্রতুল গ্রস্ত হইয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ নিয়ত অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ ভোগ করে; তাহাদিগের অর্থ লোভোদ্দেশে উদ্যোগী হওয়া বৃথা। কশ্যপের বামন কনিষ্ঠ পুত্রের কল্য ঘোরঘটায় উপনয়নোপলক্ষে আমি তৎকার্য্যের প্রধানাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইয়া কত শত অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের প্রধানং বিদায়ে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করিলাম, তিনি আহার পুরোহিত হইয়া এবিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান রাখেন না! এজন্য আমি স্বয়ং তাঁহাকে কল্য দিবসের কার্য্য সম্পন্নের সংবাদ

দিতে আসিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে দেওয়া হইল না। তাঁহার অদৃষ্টে লাভ নাই, আমি কি করিব, অন্য ধনাঢ্য জন দিগের বাটীতে যে নিয়মে ক্রিয়া কর্ম্ম হইয়া থাকে, ইহা তাদৃশ নহে; যে ক্রিয়া সমাপনের পর দশ দিন বিলম্বেও বিদায় হইতে পারিবেন। কশ্যপের কতিপয় ধনাঢ্য শিষ্য যজমান আসিয়া এই আড়ম্বর ব্যাপার করিতেছে, তাহারা সভায় উপস্থিত অধ্যাপক ব্যতীত অনুপস্থিত জনকে কপর্দ্দকও দান করিবে না, এবং তাহারাও উপস্থিত উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইলেই নিজং স্থানে প্রত্যাগমন করিবে, হায়২ যাহার যজমানের বাটীতে অদ্ভুত সমারোহের ব্যাপার, তাহার ইহাতে কিছুই লভ্য হইল না; কি আক্ষেপের বিষয়।

এই বাক্য সমস্ত লুক্কায়িত বৃহস্পতি স্বকর্ণে শুনিয়া স্ত্রীর নিকটে চুপেং কহিলেন, আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম, দেবঋষি আমার এই দুঃসময়ে প্রচুর অর্থ লাভের আমন্ত্রণ পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি কি না ইঁহাকে উত্তর না দিয়া তস্করের মত লুক্কায়িত রহিলাম, মানব জাতিরা যখন দুর্দ্দশাপন্ন হয়, তখন তাহাদিগের সৌভাগ্য সহিত বুদ্ধিও গমন করে, কি কুগ্রহং সমাজমে যাগতা কমলাকে সংমার্জ্জনী প্রহার পূর্ব্বক বিদায় করিলাম, আপনিই কুড়ানী প্রহারে নিজ পদ ছেদন করিলাম, হা মাতঃ বাক্‌দেবি! তুমি কেনই বা আমাকে এসময়ে

এতাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি যোগাইয়া দিলে, যে ব্যক্তি আমাকে পুনঃং আহ্বানে উত্তর পাইল না, তাহার সম্মুখে এখন অর্থ লাভের পন্থা শুনিয়াই বা কেমন করিয়া দর্শন দিব, যাহা হউক অপ্রতুলে অব্যবহার, অধুনা লজ্জার পন্থানুবর্ত্তী হইলে কোন ক্রমে দৈন্য দুর হইতে পারে না, এই বলিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া দেবঋষিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন, নারদ তখন কৃত্রিম বধির হইয়া বৃহস্পতির আহ্বানে উত্তর না দিয়া দ্রুত পদ ক্ষেপণে প্রত্যাগমন পরায়নে বিরত হইলেন না!

বৃহস্পতি বিষম ব্যাকুল চিত্তে দ্রুত যাইয়া তপোধনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আরে বিলক্ষণ এই মধ্যাহ্ন-কালে মানবাশ্রম হইতে মানব মাত্রেরই অনশনে গমন করা অতি অকর্ত্তব্য, তাহাতে তুমি দেবঋষি মদীয় পরম সুহৃত্, সর্ব্বত্র মান্য, তোমার পদ রজঃস্পর্শে যে স্থল শ্লাঘাযুক্ত হইবার সম্ভব, বল দেখি কি প্রকারে অনশনে যাইতে ছিলে? ভাগ্যে আমি এই সময় প্রবাস হইতে আশ্রমে উপনীত হইলাম, ইহা না হইলে অদ্য আমার কি সর্ব্বনাশ হইত। নারদ কহিলেন, তুমি এক্ষণে প্রবাস হইতে আগমন করিলে কৈ? আমিত তোমার আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ যোজনাবধি এপর্য্যন্ত এক প্রাণিও অবলোকন করি নাই, তবে কি প্রকার আগমন করিলে? কুটীর মধ্যস্তরে কান্তাকে কে কহিতে ছিল, যে বল২ কর্ত্তা

অদ্য গৃহে নাই, তিনি প্রবাস গমন করিয়াছেন। বৃহস্পতি কহিলেন আপনি বুঝিতে পারিয়াছ, তবে আমাকে আর অধিক লজ্জা দিও না, অর্থ হীন দশায় হৃত জ্ঞান হইয়াছি। নারদ তখন আর অধিক কৌতুক না করিয়া কহিলেন, কল্য কশ্যপের বামন নামক কনিষ্ঠ পুত্রের বড় সমারোহের উপনয়ন হইবে, তুমি অতি প্রত্যূষে উপনীত হইয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। আমার এক্ষণে তোমার আশ্রমে যাইয়া আহারের সাবকাশ নাই, বহু দূরান্তর স্থিত জন সকলের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। বৃহস্পতি কহিলেন কৈ, প্রধান বিদায়ের পত্র খানা কৈ? নারদ কহিলেন, তুমি তথাকার সর্ব্ব কর্ত্তা তোমার পত্রের প্রয়োজন নাই, তোমার পত্র আনিয়াছি যে বলিয়াছিলাম, উহা রহস্য মাত্র। বৃহস্পতি ইহা শুনিয়া অতি হৃষ্ট চিত্তে আশ্রমে আসিলেন।

তদনন্তর দেবঋষি দিগ্দিগন্তর পর্য্যটন পূর্ব্বক যত দূর পর্য্যন্ত তপন কিরণ প্রকাশিত হয়, মর্ত্ত্যলোক মধ্যে সেইং স্থান বাসিজন সকলে কশ্যপ আলয়ে আগামি দিবসের আমন্ত্রণ করিলেন। বিশেষং স্থলে বিখ্যাতং মাতব্বর নর্ত্তক গায়কদিগকে পর দিবস কশ্যপ পুরে প্রচুর পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশা প্রদানে ক্রটি করিলেন না।

স্থানেং ত্রয় ত্রিংশত কোটি দেবগণে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদিগকে কশ্যপ পুরের সমারোহ ব্যাপার বিজ্ঞাপিত

বর্ণন করিয়া পর দিবসে অবশ্যই পিতৃ গৃহে অধিষ্ঠানের অনুরোধ করিলেন। ক্রমে নাগ, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর বিদ্যাধর, অপ্সর ইত্যাদি আমন্ত্রণ করিয়া চতুর্ম্মুখ সমীপে চতুর্ভুজের যজ্ঞ উপবীত ধারণ জন্য বার্ত্তা দিয়া পর দিবসে সুরগণ আশ্রমে আগমনের আহ্বান করিলেন।

এবম্প্রকারে দেবঋষি ত্রিলোকস্থিত জন সকলে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনা আপনি অন্তঃকরণ মধ্যে এই বিতর্ক করিলেন। আমি কৌতুক করিবার কারণ যে এই সমস্ত ব্যক্তিকে কশ্যপ পুরে আগামি অহনে আহারের আমন্ত্রণ করিলাম, সকলে কল্য যে সময়ে অনশনে গমন করিবে, তখন তাহারা অকৃত অপরাধে কশ্যপকে কিছুই বলিবে না, কিন্তু তাহাদিগের বিষম ক্রোধ হুতাশন হইতে মদীয় ত্রাণ দুর্ল্লভ হইবে। কি হইল কেনই বা এ কুকর্ম্ম করিলাম, কোথা যাইব, কাহার নিকটেই বা ইহার সদ্যুক্তি পাইব। যদ্যপি সর্ব্বগুণ শালিনী, সর্ব্ব লোক পালিনী আশু দুঃখ বিনাশিনী আশুতোষ গৃহিণী অন্নপূর্ণাকে কশ্যপ আলয়ে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে এই উপস্থিত আশঙ্কা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভব; কিন্তু যাঁহাকে যোগী ঋষি মনে গলিত পত্র ভক্ষণে যুগ যুগান্তর আরাধনা করিয়া দর্শন পায় না, তিনি যে আমার

মাত্রেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন, ইহারি বা নিশ্চয় কি, যাহা হউক এক্ষণে তাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

অবশেষে অসীম আকুল অন্তঃকরণে কৈলাশ পুরে হর গৌরী বিদ্যমানে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক সজল নয়নে করপুটে বিনয় বাক্যে কহিলেন, হে হরমনোমোহিনী ত্রিলোক তারিণী, সর্ব্ব দুঃখ হারিণী, চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী, পার্ব্বতী পরম সুখ প্রদা দুর্গে! তোমার দীন হীন দুর্ম্মতি বিশিষ্ট নারদ অদ্য এক দুষ্কর্ম্ম করিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, অধুনা আপনি অনুগ্রহ না করিলে উপস্থিত বিষম বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

মহাদেবী নারদের অশেষ বিশেষ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কওহে নারদ, কি জন্য এতাদৃশ আকুল অন্তঃকরণে অনুনয় করিতেছ। দেবর্ষি বলিলেন, গোলোক শূন্য করিয়া গোলোকপতি কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অপ্রতুলগ্রস্ত কশ্যপ কন্য তাহার সংগোপনে উপনয়ন দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি কশ্যপের আজ্ঞানুসারে ত্রিলোক বাসী ঋষি বর্গকে বিনা অনুষ্ঠানে তাঁহার আশ্রমে আহারাদি নিমিত্তের আমন্ত্রণ করিয়াছি। নিমন্ত্রিত জনগণে অকালে গমন করিলে অদ্যে দুর্গতির সীমা থাকিবেনা।

অতএব আপনি সেই আশ্রমে অন্নপূর্ণা রূপিণী হইয়া অধিষ্ঠান করিলে অনায়াসে আমন্ত্রিত জন সকলে চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ প্রকার উৎকৃষ্ট আহারে পরম পরিতুষ্ট লাভ করিবে। তৎ শ্রবণে সরলা হর মহিলা ঈষদ্ধাস্য বদনে "ভাল তাহাই হইবে,, বলিয়া স্বীকার করিলেন। নারদ নগেন্দ্র নন্দিনীর প্রমুখাৎ বিশিষ্ট আশ্বাস বাক্য শ্রবণে পরম পুলক প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।

এস্থলে বৃহস্পতি ঠাকুর প্রচুর অর্থ লাভ প্রত্যাশায় যামিনীযোগে নিদ্রা রহিত হইয়া একবার আশ্রম অভ্যন্তরে অন্যবার আশ্রম বহির্ভাগে গমনাগমন পূর্ব্বক মন২ শশী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রজনী শেষ সময়ে শাখী শাখা স্থিত পীক সকল কুহু কুহু কুহু রবে ও বায়স সমস্ত স্বীয় স্বীয় ধ্বনি করিয়া জীব সকলে দিবা আগমনের অগ্রে শুভ সংবাদ দিতে প্রবৃত্ত হইল। স্থানে২ দেব মন্দিরে প্রভাতীয় আরতি আরম্ভ, ও অন্যান্য মুনি ঋষি গণে কালীতারা মহাবিদ্যা ইত্যাদি প্রভাতীয় বচন পাঠ পূর্ব্বক কেহ পুষ্প চয়নে কেহ অবগাহন জন্য সরিৎ তীরে গমন করিতে লাগিলেন। পেঁচকাদি নিশাচর ব্যতীত জগতের জীব সকলে ক্রমে অরুণোদয়ে দিঙ্মণ্ডল লোহিতাকারে তিমির বিনাশ জন্য যথোচিত আনন্দিত হইল, তারাগণ স্বীয়২ দীপ্তিগণ প্রভূত বিলোপ স্বীকরণে কারণ

অভিমানে অন্তর্হিত হইল, তরু লতাগণ অতি স্নিগ্ধকারি সুধাংশুর দিবা যোগে অংশু অপ্রাপ্তের আশঙ্কায় পত্র লগ্ন নিশীয় শিশির শুভ্র মুক্তাকারে ফোটা২ পতন ছলে রোদন করিতে লাগিল। জাতি জুতি টগর মল্লিকা করবীর, সেফালিকা, চম্পক কামিনী ইত্যাদি সৌগন্ধি পুষ্পের সৎ ঘ্রাণ সহিত মন্দ মন্দ প্রভাতীয় পবন ব্যক্তি বর্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবেশ মাত্রেই সকলে যথোচিত আনন্দিত করিল। দীপ শিখা প্রভাহীন, কুমদিনী মলিন, কমলিনী প্রিয় উদিত উন্মুখ অবলোকনে অপার আনন্দে মগ্না হইল, পশ্চাৎ২ হরিগীত গায়কগণে গোলাকার কাংস্যযন্ত্র খচমচ শব্দে বাদ্য করিয়া হরির সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সুমধুর ধ্বনি প্রয়োগ করিতে লাগিল, চক্রবাক চক্রবাকী সহিত সংমিলন সময়াগতে অপার আনন্দ বোধ করিল। এমত সময়ে বৃহস্পতি হয়ে মুরারে ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় বচন পাঠ করিয়া স্বরায় স্রোতঃস্বতী তীরে অবগাহনে গমন করিলেন। প্রাতঃস্মরণান্তে শীঘ্র সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া কন্তপ পুরে যাত্রা করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না, তবলেব গ্রন্থ কক্ষে করিয়া কন্ডে কন্তপ পুরে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোথায় কন্তপ২ বলিতে লাগিলেন, তখন কন্তপ মুনি অকস্মাৎ গুরাচার্য্যের স্বর শ্রবণে শঙ্কিতা সঙ্কুচিত চিত্তে নিতান্ত অকটবক্ষে লজ্জিতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া

কহিলেন, আসুন২ বৃহস্পতি ঠাকুর আসুন, এতাদৃশ প্রত্যূষে কোথায় গমন হইয়াছে! বৃহস্পতি বলিলেন, কোথায় গমন হইয়াছে! ইহা আবার কেমন কথা, তুমি কনিষ্ঠ তনয়ের মহা ঘোর ঘটায় উপনয়ন দিবার উদ্যোগ করিয়াছ, ইহা আমি এতদ্দিন অবগত ছিলাম-না, গত দিবস মধ্যাহ্নকালে এবিষয় আদ্যন্ত দেবঋষি প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি, যজমান গৃহে কোন আড়ম্বর কার্য্য উপস্থিত হইলে পুরোহিতের দশ দিন পূর্ব্বে আ-সিয়া অধ্যক্ষতা করা উচিত, সে পক্ষে আমার ত্রুটি হইয়াছে, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি, তোমার ও আমার প্রতি অভিমান হইতে পারে, কিন্তু তুমিত আমাকে অগ্রে ইহার কিছুই সংবাদ দেও নাই! যে আমি অগ্রে আসিয়া অধ্যক্ষতা করিব, তাহাতে কশ্যপ সুর পুরোহিত সমীপে প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর কহিলেন, নারদের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবেদনা নাই। আমি দুঃসময়ে পুরোহিত আশিয়া পুরস্কার দিতে পারিব না বলিয়াই অত্র উপস্থিত কার্য্য স্বয়ং সংগোপনে সমাপন করিবার বাসনা করিয়াছিলাম, ত্রপাতঙ্ক বিহীন কলহ প্রিয় পরা-নিষ্ট অত্যাচারী অকস্মাৎ আসিয়া অশেষ চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক মহাশয় চিত্তাহ্ব গুপ্তভাব লক্ষাতে কিম্বা পুরোহিতকে প্রচুর লাভের আশ্বাস দিয়া প্রেরণ করিয়াছে! একাকে বিপরীত ভাব ব্যাখ্যা করিয়া যে কৌতুক করা অতি

অকর্ত্তব্য, দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া কৌতুক করা উচিত। আমি তাহার চির স্বামরিক রহস্য প্রিয় স্বভাব জানিয়াই তাহাকে বিস্তারিত বিবরণ বলিতে দারুণ কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক সে যে পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে অবগত করে নাই, ইহাতেই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, আপনি একক আসিয়াছেন, উত্তম হইয়াছে, অদ্য আমার আশ্রমে এক জন ব্রাহ্মণের আহারের উপযুক্ত তণ্ডুলাদি আহরিত আছে। নারদ এবং আমি এই দুই জনে উপনয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার মনন করিয়াছিলাম, সে যদি স্বয়ং আসিতে অক্ষম হইয়া মহাশয়কে পাঠাইয়াছে, তবে তাহার আমার আশ্রমে অদ্য যে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল, সেই নিমন্ত্রণ আপনারই হইল। তিনি মধ্যাহ্নকালে আহারার্থেআগমন করিলে নিজ দুর্ব্বুদ্ধি দোষেই তাঁহাকে অনশনে গমন করিতে হইবে, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,, এই বলিয়া গুপ্তভাবে যজ্ঞউপবীত কার্য্য সম্পন্ন জন্য বৃহস্পতিকে আহ্বান করিলেন। বৃহস্পতি মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কি দুর্ভাগ্য আমি যে স্থলে সহস্রাধিক মুদ্রা লাভাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিলাম, সে স্থলে যে কপর্দ্দক লাভের সম্ভব দেখি না, হায়! দুরদৃষ্ট আমি যত আশা করিয়াছিলাম, সকলি বিফল হইল, ইহা যে দুর্গ যাত্রায় প্রস্থান শকুন, অমুক অন্বেষণে

গরল প্রাপ্ত, আর যেমন স্ত্রী জাতির সন্তান কামনাকালে স্বামি বিয়োগে নৈরাশ্য যুক্তা হয়, অদ্য আমি কশ্যপ আশ্রমে তাদৃশ দশাপন্ন হইলাম। যোত্রহীন জনগণ দর্শনে সাগরও সলিল শূন্য হইবার সম্ভব, ইহাত নির্ধন কশ্যপ মুনির নিকেতনে অবশ্যই চিত্ত স্থিত আশা তরু সমূলে উৎপাটন হইতে পারে, যাহা হউক, যজমান গৃহে অদ্য যে মাধ্যাহ্নিক নিমন্ত্রণ লাভ হইল, এই দুঃসময়ে ইহাকেই অধিক লাভ বোধ করা বিধেয়, এই বলিয়া কশ্যপ সহিত নির্জ্জনস্থলে উপবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, ক্রমেং প্রখরতর দিবাকর কর ধরাতল ব্যাপিয়া সুনিগ্ধ প্রাণী কুলে তৃষিত করিয়া বারিতে স্পৃহাবত করিতে আরম্ভ করিল।

এমত সময়ে তপোধন আশ্রমে যুগপৎ সহস্র দল ভট্ট বিশিষ্টচ্ছন্দে বিরচিত স্তুতিবাদ সুস্বরে উচ্চারণ পূর্ব্বক অধিষ্ঠান হইল, তৎশ্রবণে মহর্ষি কশ্যপ দারুণ ত্রাসিত চিত্তে তাহাদিগের সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা এস্থলে কি জন্য একারণ বহু সংখ্যক ভট্ট, দল বদ্ধ হইয়া আগমন করিলে? তাহারা বলিল! মহাশয়ের কনিষ্ঠ তনয়ের অদ্য মহা ঘটার উপনয়ন উপলক্ষে আমরা প্রচুর পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায় আগমন করিয়াছি। আপনি কল্য দেবঋষি দ্বারা আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্তে

অস্বীকার হইলেন? তাহাতে কশ্যপ অতিশয় অপ্রতুল কালে আশ্রমে অনেক আগন্তুক অবলোকনে দারুণ ক্রোধ তপ্ত হইয়া কহিলেন, দেখত দুর্ব্বিনীত নারদের দৌরাত্ম্য দেখ, যে ব্যক্তি এক জন লোকের উৎকৃষ্ট অশন দ্রব্য আহরণে নিতান্ত অক্ষম, দুর্ব্বিনীত কি না তাহার আশ্রমে এত অধিক সংখ্যক ভট্ট প্রেরণ করিয়াছে। অবিবেচক, নির্ব্বোধ কাণ্ডজ্ঞান রহিত, ক্রিয়া পণ্ডকারী ভণ্ড নারদের তুল্য অন্য জন ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিলেও দৃশ্য হয় না, ভট্টদল দর্শনেই তপোধন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাশক্ত হইয়া যেমন দেবঋষিকে দুর্ব্বাক্য কহিতে ছিলেন এমত সময়ে সমীপস্থিত প্রকাণ্ড হট্ট কোলাহল সম অদ্ভুত ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রেই আতঙ্কে রোমাঞ্চিতাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিলেন। "উহা আবার কিসের কলরব শ্রবণ করি, নিকটাবর্ত্তি নগরে অকস্মাৎ অগ্নি উৎপাত উপস্থিত হইল, কি ভিন্নাধিকারের ভূপতি আসিয়া অস্মদাদির ভূস্বামির রাজ্য আক্রমণ করিল, উহা যাহা হউক একটা ভয়ানক অমঙ্গল দায়ক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ও সর্ব্ব নাশ! ঐ বিষম কোলাহল ক্রমে যে আমার আশ্রমের নিকটেই বোধ হইতে লাগিল। কি করিব, কোথায় যাইব, কোন ব্যক্তির শরণ লইলেই বা প্রাণ রক্ষা পাইবে"।

এই চিন্তার ক্ষণকাল পরে অবলোকন করিলেন,

দিগ্‌দিগন্তর হইতে সংখ্যাতীত ধরামর সকল বামনের উপনয়ন উপলক্ষে নারদ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই আশ্রমে উপনীত হইলেন। বিপ্র মধ্যে কোনং জন আত্মীয়তা দর্শাইয়া অগ্রে আসিয়া কহিলেন। হে মহামতে কর্ম্ম কর্ত্তা বামন ভাত! মহাশয়ের কনিষ্ঠ সুতের উপনয়নের কার্য্য কি সমাপন হইয়াছে? ও দিগের আর কত বিলম্ব। প্রায় সমস্তই আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের বসিবার আসন এবং পদ প্রক্ষালনের বারি কোন স্থলে নিয়োজিত হইয়াছে? কেন কেন মহাশয় যে ম্লানভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আশ্রমে আগত দ্বিজদিগকে সাদর সম্ভাষে আহ্বান করিতেছেন না? দেবঋষির কি কোন নগর বা গ্রাম বাসি বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে ভ্রান্তি জন্মিয়াছে? না, না, এরূপ হইতে পারে না। তিনি ত ভুলিবার পাত্র নহেন। কল্য বৈকালে আমাদিগের গ্রামে আপামর সাধারণ জন সকলের গৃহে গৃহে স্বয়ং যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কাহার প্রতি ভ্রান্তমতি হয়েন নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মধ্যাহ্নাতীত কালের মধ্যে মহাশয়ের আশ্রমে উপনীত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশানুসারেই আমরা এতাদৃশ শীঘ্রং আগমন করিলাম।

কশ্যপ বিপ্রবর্গে বীক্ষণ করিয়া সজল নয়নে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হা দুর্ব্বিত্ত নারদ!

তোর মনে কি এই ছিল। হায় হায় হায়! কি করিলি, কি করিলি! সংখ্যাতীত বিপ্র সকলে মমাশ্রম হইতে অনশনে গমন করিলে অন্তে যে কি দুর্গতি হইবে তাহা বলিতে পারি না। আমি ভ্রান্তি ক্রমেও কখন তোর নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অপরাধ করি নাই। কিনিমিত্ত তুই আমাকে সঙ্কটসিন্ধু মধ্যে নিমগ্ন করিলি! তপোধনের বিষম বিপদ বোধে বিলাপ করিবার সময়ে, শত শত বিখ্যাত গায়ক গায়িকা নর্ত্তক নর্ত্তকী সেই লোকারণ্য আশ্রমে আগমন করিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল, ক্ষণকাল পরে কণ্বপপুরে শত শত দল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাদ্যকর বর্গে উপনীত হইয়া কণ্বপকে সজল নয়ন নীরিক্ষণে অনুভব করিল, "মহামতি মুনির বুঝি গায়ক গায়িকাদিগের মনোহর সংগীত শ্রবণে প্রেমাশ্রু পতন হইতেছে, এই সময়ে আমরা যদি সুশ্রাব্য বাদ্য দ্বারা উঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারি, তবে অবশ্যই যথেষ্ট পুরস্কার পাইতে পারিব,,। ইতি বিবেচনে বাদ্যকর বর্গে স্বীয় স্বীয় ঢোল যন্ত্র বক্ষে ধরিল, এবং ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গ কুম্ভাকারে মস্তক ঘুরাইয়া উভয় করে বিবিধ বাদ্য নৈপুণ্য দর্শাইতে লাগিল।

তদ্দৃষ্টে তপোধনের করাল তপোভঙ্গের যাতনা অপেক্ষাও গুরুতর যাতনা বোধ হইল। তৎপরে অন্যান্য মুনিগণ, তীর্থবাসী, পাণ্ডাল গ্রামী, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ,

কিন্নর, বিদ্যাধর, প্রভৃতি বামন উপনয়ন উপলক্ষে আগমন করিল। অবশেষে সুরবল সহিত সুরপতি তাঁর সহোদরের শুভ সংস্কারের নিমিত্তে আমন্ত্রণে আগমন করিয়া পিতার বিষম বিষণ্ণ বদন বীক্ষণে বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কশ্যপ সুরেশ্বরকে আদ্যন্ত সমস্ত পরিচয় দিয়া এই কহিলেন। হে ইন্দ্র! তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান। বিপুল তরঙ্গ বিশিষ্ট বিপদ সিন্ধুতে নিমগ্ন পিতাকে যদি পরিত্রাণ দিতে পার তবে ত্বরায় তাহার উপায় কর। যে ব্যক্তি এক জনের আহার আহরণে নিতান্ত কাতর; নির্লজ্জ পাষণ্ড, পামর, নারকে কি না তাহার আশ্রমে সর্ব্বলোকস্থিত ব্যক্তি বর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। এখন এস্থানে একবার তাহাকে দেখিতে পাইলে আমি এই দণ্ডেই তাহার সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হইব। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও নিজ ভালে বক্ষস্থলে এবং পশ্চাদ্দেশে ঘন ঘন চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন, হে পিতঃ ক্ষান্ত হউন। আশ্রমে আগত জনগণে অনশনে গমন করিলে আপনার পাতক হইবে না। যে জন আমন্ত্রণ করিয়াছে তাহাকেই অমোঘ অঘ অর্শিবে।

এইরূপ কথোপকথন কালে কৌতুকাক্রান্ত স্বভাবশালী দেবঋষি স্বকৃত সমারোহ দর্শনে সন্তোষ লাভার্থে কশ্যপ পুরের কিয়দ্দূরে থাকিয়া সর্ব্ব পশ্চাৎস্থিত আম-

এতক্ষণ আপনকার অনুপস্থিতে ত্রিলোক শূন্যাকার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। যাহা হউক অধুনা কশ্যপ আশ্রমে উপনীতা হইয়া অকিঞ্চনের আশা পূর্ণ করুন। আপনি তথায় গমন করিয়া যদবধি কশ্যপের চিন্তানল নির্ব্বাণ না করিবেন, তদবধি আমি তাহার সমীপে গমন করিব না, তাহার অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ হইবার অগ্রে অপরাধিকে অবলোকন করিলে দারুণ প্রহারে অস্থি ভঙ্গ ও মস্তক চূর্ণ করিবে। তপোধন আশ্রমে চতুর্ভুজের জন্ম গ্রহণ জন্য মহামায়া আবির্ভূতা হইয়া ত্রিলোকবাসী ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবেন, ইহাতে আমার যে কত সৌভাগ্যের কার্য্য আশা হইতে হইল তাহা সীমা করিতে পারি না। কিন্তু তাহার স্থানে পুরস্কার বিনিময়ে তিরস্কার লাভ করিলাম। যাহা হউক সে পক্ষে আমি দুঃখিত নহি, এক্ষণে কোন ক্রমে তাহার [illegible] জন্মাইলেই আমি পরিতুষ্ট হইব।

তাহা শ্রবণ করিয়া অসীম গুণ শালিনী সর্ব্বলোক পালিনী ভগবতী অন্নপূর্ণা রূপিণী হইয়া কশ্যপ আশ্রমে সদাশিব সহিত সত্বর সমাগতা [illegible] ব্যাকুলচিত্ত বাসব ভক্তকে অভয় বাক্যে কহিলেন। [illegible]! চিন্তাতুর হও না, তুমি এক্ষণে [illegible] সন্তানের শুভ সংস্কার স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন কর। তোমার [illegible]

জন আগমন করিয়াছেন ইহার মধ্যে কেহই অন্যত্রে গমন করিবে না।

বিপদাক্রান্ত তপোধন মহাদেবীর দর্শনে ও তাঁহার আশ্বাস বাক্য শ্রবণে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন হে মাতঃ অমৃত ভাষিণী, দুর্গতি নাশিনী, দুস্তার তারিণী আশু দুঃখ হারিণী উমে, আপনি যে নিজ গুণে সদয়ান্তঃকরণে দীন কশ্যপ আশ্রমে আরাধনা ব্যতীত আগমন করিয়া এ পরিমাণে অনুকম্পা বিতরণ করিবেন, ইহা আমার স্বপ্নের অগোচর। যে সর্ব্বগুণ সম্পন্না অলোক পরাক্রমা জ্ঞানময়ী জগত জননী দণ্ডায়মানা হইয়া অভয় দান করিলেন, সে স্থলে অজ্ঞান তনয়ের আর রোদনের বা চিন্তার বিষয় কি! এইরূপ কশ্যপ মুনি মহাদেবীকে যথাসাধ্য স্তব করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিশিষ্ট প্রকাশ্য ভাবেই দুরাচার্য্যকে লইয়া সুতের যজ্ঞ উপবীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, মস্তক মুণ্ডন, কর্ণবেদ, কুশা উপবীত ধারণের পর বৎ কালে নব ব্রহ্মচারী রক্ত বস্ত্র পরিয়া বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্কন্ধে ঝুলি, করে বিল্ব দণ্ড, বেণুশাখা ধরিয়া তরতি ভিক্ষার্থেই বসিলেন। তখন দুরারাধ্যা মহামায়া আপনা অংশে [illegible] ভিক্ষা দান করিলেন, [illegible]

ভিক্ষা দিবা উলু উলু শঙ্খধ্বনি করিয়া কুটীর অভ্যন্তরে নূতন ব্রহ্মচারীকে অপ্রকাশ্য ভাবে রাখিলেন।

তদনন্তর অন্নপূর্ণা স্বয়ং কশ্যপের পাকশালায় অদিতি সমীপে যাইয়া কহিলেন, ও অদিতে, তুমি কত পরিমাণে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়াছ! অদিতি বলিলেন মাতঃ! আমি অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট রন্ধনের আহরণীয় দ্রব্য কোথায় পাইব? যে রন্ধন করিয়া লোকের বুভুক্ষা দূর করিতে সক্ষমা হইব, যথা শক্তি এক জন ব্রাহ্মণের অশন উপযুক্ত ওদন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছি। দেবী বলিলেন কৈ কৈ তাহা আমার সমীপে আনয়ন কর। অমনি অদিতি অন্নদার আদেশে উপস্থিত অন্ন অবলোকন করাইলেন। অন্নাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই সামান্য সূপ সহিত অন্ন বীক্ষণ মাত্রেই তাহা হইতে একেবারে রাশিং পর্ব্বতাকারং অন্ন উৎপত্তি করিতে লাগিলেন, কশ্যপের আশ্রম অতি সংকীর্ণ তথায় সে অন্ন থাকিবার স্থান কি প্রকারে হইতে পারে? ক্রমে গ্রাম ব্যাপিয়া স্থানেং অতি উচ্চাকারে প্রচুর ওদন সংরক্ষিত হইল! কোন স্থানে প্রকাণ্ড সরোবরাকারে সূপদ্রব কোন স্থানে সমুচ্চশুলের সদৃশ সুপাক শাক রাশি, কোন স্থানে সুখণ্ড ঘৃত ভর্জিত নারীকেল [illegible] ভর্জিত বার্তাকি [illegible] রাশি, কোনং স্থানে মণ্ডাকারে সুস্বাদু ঘৃত অলাবু বর্ণ কুষ্মাণ্ড খণ্ড,

কোন স্থানে মধুমিশ্রিত অম্বু রাশ, কোন স্থানে স্তূপাকার বৃহৎ২ স্তূপাকারে দধি দুগ্ধ আদিক। পূপ খাজা পুরুষ, মধু সংরক্ষিত হইল, কোন স্থলে অসুরের আহারীয় আহরণ মণ্ডুকা মীন মাংস প্রভৃতি অসীম আয়োজন হইল।

তখন সর্ব্ব মঙ্গলা সর্ব্বস্থান বাসি জনগণে একেবারে যথাযোগ্য স্থানে ভোজনে বসিতে আদেশ করিলেন। অচিরাৎ উৎকৃষ্ট আহারের আশয়ে ত্রিলোক বাসিরা একেবারে উৎসব ধ্বনি করাতে অদ্বিতীয় কোলাহল হইল। এমত সময়ে দেবঋষি কশ্যপ সমীপে আগমন করিয়া হাস্য বদনে কৌতুকচ্ছলে কহিলেন। ও কশ্যপ, একি দেখি, আমার নিকটে এপরিমাণে প্রতারণা করা উচিত? কথা কহিলে বামনের উপনয়নে কিছুই ঘটা হইবে না, আজ যে অদ্বিতীয় ঘটা দেখিতে পাই, তখনও কশ্যপের নারদের প্রতি ক্রোধের শান্তি হয় নাই। অন্য দিগে বদন ফিরাইয়া কহিলেন, বাপুঃ তোমার মতন দুষ্ট লোক এ ত্রিভুবনে নাই। বল দেখি এই ঘোর বিপদ সময়ে অনুগ্রহ করিয়া মাতা অন্নপূর্ণা না আইলে আমার কি সর্ব্বনাশ হইত। নারদ বলিলেন একবার ভাবনা করিয়া দেখ দেখি। মাতা অন্নপূর্ণাকে কে আরাধনা করিয়া এই আশ্রমে আনয়ন করিয়াছে? তাহাকে কশ্যপ [illegible] দেখিলেনা, যে [illegible] আমারদের অন্নদায়িনী [illegible] করিয়াছেন, অমনি নারদকে আলিঙ্গন করিয়া

যথোচিত সাদর সম্ভাষে ধন্যবাদ দিলেন, মাতা অন্নপূর্ণা কণ্ঠপমুক্ত নারদের উপনয়ন উপলক্ষে আমন্ত্রিতগণে আহারের নিমিত্তে একেবারে সর্ব্বজনে বসাইয়া প্রথমে প্রত্যেকের কোলে ভোজন পাত্র কদলিপত্র দক্ষিণদিগে জল ভাজন লবণ বণ্টন করিয়া দিলেন, তৎ পরে স্বয়ং অন্নপাত্র ধারণ করিয়া বিদ্যুতাপেক্ষাও চঞ্চলা গতিতে যুগপৎ সর্ব্বজন পত্রে ক্ষণকাল মধ্যে সংখ্যাতীত ব্যঞ্জন সহিত অন্ন পরিবেষণ করিলেন। প্রত্যেক আমন্ত্রিত গণে অতীব আনন্দে আহার করিতেং অবলোকন করিত যেন সকলের সম্মুখে এক অনুপমা মনোহরা অপ ঙ্কা শ্রী মাতৃভাবে সাদর বাক্যে ভোক্তাগণকে সু সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন। হে বৎসগণ! যাহাতে উদর পরিপূর্ণ হয় তাহা কর এবং এই উপস্থিত দ্রব্য স লের মধ্যে যাহাতে বাসনা হয় তাহা যাচ্ঞা কর, "অ দিতে ক্ষমতা আছি। ভোক্তাদিগের ভোজনের প্রত্যেক পাতে দ্বিতীয় প্রকার অজস্র পায়স পরিবে সকলে বিবিধ প্রকার সীমাতীত ভোজনেও অ আহারীয় দ্রব্যের ভোক্তাবর্গেরা একাংশ শেষ ক পারিল না।

* এইরূপ সর্ব্বান্নপূর্ণা অন্ন বলেই ভক্তজনের জন্য চতুর্বিধ প্রকার বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট তৃপ্তি পূর্ব্বক ভো- করিয়া, কতকগুলি বাজিয়া নির্দ্দিষ্ট বিবাহের শুভক্ষণ ও

যখন তপন অস্তাচলে উপনীত হইলেন, কমলিনী প্রিয় বর বিরহ বিচিন্তনে ম্লানভাবে ক্রমে কুণ্ঠিত বদনে অল্পং২ সমীরণ সংযোগে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রাণ কান্তকে শির সঞ্চালন পূর্ব্বক এই কহিলেন, হে প্রাণ পতে! তুমি অস্তাচলে, যাইও না, দিবাকরও যেন আপরাহ্নিক তেজঃহীন লোহিতাকার রশ্মী দ্বারা এই কহিলেন, হে প্রেয়সি কর্ত্তব্য কর্ম্মে গমনে বিঘ্ন দিও না। এই দেখ আমি তোমার ম্লানবদন নিরীক্ষণে নিঃস্তেজ হইলাম, পক্ষি কুল আকুল চিত্তে ঝাঁকে২ স্বীয়২ কুলায়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল, ক্রমে ভানু অবনীমণ্ডলস্থ প্রাণী বর্গের নয়ন পথের অতীত হইলে বিপ্রবর্গ সায়ং সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে স্রোতঃস্বতী তীরে গমন করিলেন, এমতকালে অন্নপূর্ণা সর্ব্বজনে সুন্দররূপে ভোজন করাইয়া সাদর বাক্যে বিদায় করিলেন, এবং অবশেষে নারদ, কশ্যপ অদিতিকেও তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া শিব সহিত কৈলাস যাত্রা করিলেন।

ত্রি দিবসান্তে বামন যজ্ঞোপবীতের বিধান ক্রমে গুপ্ত ভাবে ব্রহ্মচর্য্য যাজনের নিয়ম ভঙ্গ দিবসে অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া গায়ত্রী সন্ধ্যাদি সমাপন করিলেন কিঞ্চিৎ ক্ষণ বিলম্বে রাজপথে পিপীলিকা শ্রেণিবৎ ত্রিকোণ-চৌটি বিপ্রবর্গ, ভট্ট, আচার্য্য অন্যান্য দীন হীনগণে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তোমরা সকলে কোথায় গমন করিতেছ ? তাহারা কহিল বলিরাজা কল্পতরু হইয়াছেন। এ সময় যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট যাহা যাচ্ঞা করিতেছে সে তাহাই পাইতেছে। আমরা সকলে এই শুভ সংবাদ শুনিয়া সেই বলিরাজার ভবন ভিক্ষার্থে গমন করিতেছি, এ সম্বাদে বামন স্বীয় কশ্যপ সমীপে আসিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! বলিরাজা কল্পতরু হইয়া সকল জনকেই অভিলষিত ধন দান করিতেছেন। আমি সেই বলিরাজার নিকটে যাইয়া প্রচুর ধন ভিক্ষা করিয়া আনিব, ইহা হইলেই মহাশয়ের অনায়াসে দৈন্য দূর হইবে। কশ্যপ কহিলেন রে অজ্ঞানপুত্র! ও কথা কহিও না, সে দৈত্যরাজ বলি দেবতাদিগের প্রধান বিপক্ষ, তুমি সুরদিগের কনিষ্ঠ সহোদর, ইহা সে অবগত হইলে তদ্দণ্ডেই তোমাকে বিনাশ করিবে। ইহা শুনিয়া বামন সস্নেহ কহিলেন অদ্যই আপনি অবগত হইতে পারিবেন। সে দৈত্য বলি দেবতাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য আর করিতে পারিবে না, ঐ দৌরাত্ম্য দমন জন্যই আমি তোমার ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, বাপে কহিলেন। না প্রিয়! আমি অতএব যাইয়া অভিলষিত ধন যাচ্ঞা করিয়া আনিবার নিতান্ত বাসনা করিয়াছি, আপনি ইহাতে প্রতিবন্ধক হইবেন না, অন্যান্য ভিক্ষুক জন [illegible] ভিক্ষা করিতে যাইবে, সে সময়ে আমাকেও [illegible]

নহে। এবং সর্ব্বভ্রাতাগণমধ্যে গুরু আপনার বাটীতে আগন্তুক অতিথির প্রতি অত্যাচার কেহই করে না। কশ্যপ ধন লোভে বালকের একান্ত ভিক্ষার্থে যাইবার আগ্রহতা অবলোকনে অগত্যা দৈত্যরাজ ভবনে গমনে অনুমতি করিলেন।

পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পদে পাদুকা পরিধান, এবং নূতন মুণ্ডনকৃত মস্তকে ভাস্কর আতপে শীঘ্র তাপিত হইবার আশঙ্কায় আতপত্র ধারণ পূর্ব্বক বলি সন্নিধানে যাত্রা করিলেন, ধর্ম্মাঙ্গে অলোকরূপ বিশিষ্ট নব ব্রহ্মচারি রাজ পথে যখন অন্যান্য যাচক দলের অনুবর্ত্তী হইলেন তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহে নব ব্রহ্মচারি কুমার, তুমি কোথা গমন করিবে? বামন বলিলেন, আমি বিপ্র পুত্র, বলিপুরে দান গ্রহণ জন্য গমন করিতেছি। অন্যান্য যাচক গণে ইহা শ্রবণে এবং বামনের অবয়ব দর্শনে অন্তঃকরণে আতঙ্ক জন্মাইবায় পরস্পরে এই পরামর্শ করিতে লাগিল, ওহে ভাই! এই খর্ব্ব বালকের রূপ দর্শনে অন্তঃকরণে এমত বোধ হইতেছে, বুঝি বলিরাজা উহাকেই সকল ধন দান করিবে, আমরা কিছুই পাইব না। অতএব চলিং আমরা উহা অপেক্ষা ত্বরায় অগ্রে যাইয়া দান গ্রহণ করিব। এই বলিয়া তাহারা দ্রুত গমন করিল। বামন তাহাদেরই

পশ্চাৎ২ চলিলেন। সেই কালে দূরস্থ ব্যক্তিরা নিরী-ক্ষণ করিল যেন একটি ছত্র আপনি চলিয়া যাইতেছে। ই-

হারা তাঁহাকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রে বলিপুরে উপনীত হইবার বাসনা করিয়াছিল, তাহারা দ্রুত গমনে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া মনে২ বিবেচনা করিল, এতক্ষণ সেই বামন বালক দুই তিন ক্রোশ পশ্চাতে আছে। এই বিতর্ক করিয়া পশ্চাৎদিগে দৃষ্টি মাত্রেই সমী পবর্ত্তী বামনে বীক্ষণ করিল, তদ্দৃষ্টে তাহারা পুনঃ মন্ত্রণা করিল, ওহে ভাই সেই খর্ব বালকটা এখনও সঙ্গ ছাড়ে নাই। আইস২ এইবার বিশিষ্টরূপে দ্রুত গমন করি, ঐ বামন বালক কি প্রকার আমাদিগের সঙ্গে চলিতে সক্ষম হয় তাহা দেখা যাউক। দ্বিতীয়বার তাহারা যথা সাধ্য দ্রুত গমন করিয়া বহু দূরন্তরে যাইয়া পশ্চাৎদিগে বামন বালকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া কহিল, কেমন কেমন বড় যে বীর্য্য প্রকাশিয়া আ-মাদের সঙ্গে সমভাবে চলিবার বাসনা করিয়াছিলে? এইবার, আইস বুঝা যাউক। খর্ব্বাকৃতি বামন তাহাদের [illegible] ভাব বুঝিয়া সেবারে পশ্চাতে না থাকিয়া বহুদূর অগ্রে যাইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গমন করিয়া সেই [illegible] আমাদিগকে কহিল। ওরে ভাই, [illegible]

বালকটী [illegible] [illegible] 'মা,' ইহার কি উত্তরিবার শক্তি আছে ? ।

তাহার পর তাহারা বালকটিকে [illegible] [illegible] আর বাক্য ব্যয় না পূর্ব্বক একত্রীভূত হইয়া চলিল । বামন ক্রমে বলির বাটীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নানা দিগ্দেশ হইতে সংখ্যাতীত বালক দল সকল আসিয়া মহাকোলাহল করিতেছে । কাহার সাধ্য অনা-য়াসে সেই কোলাহল স্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক সভাটি [illegible] [illegible] করে । [illegible] বিশিষ্ট বামন সকলের উভয় উরু অভ্যন্তরে শূন্য স্থলাবলোকনে তৎ [illegible] গমন করিয়া ভূপতির সম্মুখে দর্শন দিলেন । বলিরাজা অলোকিক রূপ [illegible] বামন বালক মূর্ত্তি মাত্রেই তাঁহার মনের চক্ষুর অজ্ঞান তিমির হইতে বিমুক্ত হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] উদিত হইল । বিনয় [illegible] [illegible] [illegible] কহিলেন । তোমরা সকলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্বক [illegible] [illegible] [illegible] বিনয় বাক্যে [illegible] [illegible] [illegible] আপনি কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বামন কহিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] দিন। আমাকে [illegible] ভূমি [illegible], যাতে ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করি।

বলিরাজা বটুব্রহ্মচারির ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা শ্রবণে ঈষৎ হাস্যবদনে বালকের হীন বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া কহিলেন। আপনি উহা ভিন্ন অন্য বিষয় যাচ্ঞা করুন। বামন বলিলেন, আমি উহা ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যের অভিলাষী নহি। যেহেতু পবিত্র হুতাশন সম অবয়ব বলির চক্ষুরিন্দ্রিয়ে সংলগ্ন দৈত্যকুল জনিত দুর্মতি সমস্ত একেবারে দগ্ধ করিয়া তখনি পরম পবিত্র চিত্ত হইল।

বলি বলিল হে নব ব্রহ্মচারি, যদ্যপি ত্রিপাদ ভূমিতে একান্ত অভিলাষী, তবে উক্ত যাচ্ঞা সহিত রজত, কাঞ্চন, হীরক, মরকত, প্রবাল, মাণিক্য ইত্যাদির মধ্যে যাহাতে অভিলাষ হয় তাহাই প্রার্থনা করুন। এইরূপ বলি অনেক বলায় বামন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলেন না। অনন্তর অন্যান্য যাজকবর্গ বামনের বালক বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া অনেক আক্ষেপ উক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। [illegible] বালকটো কি নির্বোধ। কি নির্বোধ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ঐ পদের ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া বুঝি রাজা হইবে; কি সেইস্থলে উহার মাপের শিশু প্রণাম করিবে? ও যদি আমাদিগের বালক হইত, তাহা হইলে এই বক্ষে বক্ষে রাখিয়া আসিতাম। রাজা একবার ঐরূপ আমাদিগকে বলুন দেখি; কেমন উঁহাকে বুঝা যায়। কেহ চাহিলে পায় না, কেহ পাইলে চায় না, বলির বাটিতে অত বড় কৌতুক দেখিলাম। তৎকালে বলি রাজার পুরোহিত শুক্রাচার্য্য ক্ষুদ্রাকার বামনের ক্ষুদ্র যাচ্ঞার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বোধ করিলেন, এ বামন সামান্য মানব শিশু নহে। এ যখন রজত কাঞ্চন মণি মাণিক্য পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ২ নিজ পদ পরিমেয় ত্রিপাদ ভূমি চাহিতেছে, তখন চক্রীর চক্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এক্ষণে বলিকে এপক্ষে সাবধান করাই আমার কর্ত্তব্য, এবম্প্রকার বিতর্ক করিয়া কহিলেন। ও বলি! তুমি এই বালক বামনের প্রার্থনা পূরণে কদাচ স্বীকার হইও না। উহার অবয়ব অবলোকনে আমার এতাদৃশ বোধ হইতেছে, কেন মায়াবেশে কোন বড় ব্যক্তি তোমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন! উহাকে ত্রিপাদ ভূমি [illegible] তুমি বিষম বিপদগ্রস্ত হইবে। সাবধান পুরোহিতের [illegible] অবজ্ঞা করিও না। বলির [illegible]

[illegible]

[illegible] বলিলেন, আর [illegible]

[illegible] বিপরীত [illegible] দেখি। আমি [illegible] নিবেদন [illegible] কি না বিপরীত [illegible] [illegible] উদ্বিগ্ন হইবার কারণ হইল।

[illegible] কোন ক্রমে আমার [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] পুরুষ এবং [illegible] বলিয়াছেন। তিনি
[illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী; [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] দুষ্ট হয় নাই। যদি [illegible]
[illegible] [illegible] থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], এ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

শুক্রাচার্য্য অত্র সদুপায় মনে মনে স্থির করিয়া বলি সমীপস্থ ভৃঙ্গারে প্রবেশিয়া তাহার নাল মধ্যে এক চক্ষুঃ সংযোজনা পূর্ব্বক উপস্থিত অবস্থা অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিপদ ভূমি নিঃসামন্তি বলি বামন ব্রহ্মচারীকে তাহাই দিতে উদ্যত হইয়া সংকল্পের মন্ত্র বলাইবার জন্য লুক্কায়িত পুরোহিতকে বহু অন্বেষণে তাহার সন্ধান পাইতে অকৃতকার্য্য হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ বামন ব্রহ্মচারি শুক্রাচার্য্যের ভাব বুঝিয়া বলিকে কহিলেন। তুমি পুরোহিত অনুপস্থিতে মন্ত্র বলাইবার অভাব ভাবিয়া এতই ব্যাকুল কি জন্য হইতেছ? দানের মন্ত্র অতি সামান্য। আমি স্বয়ং সে মন্ত্র পাঠ করাইতে পারিব। তদনুবলে দৈত্যরাজ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া ত্বরায় দক্ষিণ হস্তে কুশা ধারণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গার হইতে বারি লইতে উদ্যত হইলেন। ভৃঙ্গারের রন্ধ্র শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং বিন্দু পরিমাণেও বারি নিঃসরণ হইল না। তাহা দেখিয়া বামন বলি রাজাকে উপদেশ দিলেন। ভৃঙ্গারের অভ্যন্তরে কোন পুষ্পাদি আটকান হইয়াছে; তুমি উহার ছিদ্র মধ্যে কুশাগ্র প্রদান কর। তাহা হইলে আর জল নির্গত হইবার প্রতিবন্ধক থাকিবে না। বলিরাজা বামনের আজ্ঞানুসারে যেমন সলিল ভাজনের ছিদ্র লক্ষ্য পূর্ব্বক [illegible] কুশা-ঘাত করিলেন, অমনি সেই কুশা [illegible]

দানবীর একটি চক্ষু বিদ্ধিয়া উৎপাটন করিল। তখন শুক্রাচার্য্য দারুণ [illegible]নেত্র উৎপাটনের যাতনায় উঃ মারে মরি মরি, বাপ বাপ বাপ, গেলামরে, শব্দে হুঙ্কার হইতে কম্পিত হইয়া সভা মধ্যে কখন শয়ন, কখন দণ্ডায়মান, কখন দ্রুত গমন, কখন বিচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, এবং চৈতন্যকালে দুঃসহ যাতনায় ক্রোধ অন্ধ হইয়া বলিকে দুর্ব্বাক্য কহিতে লাগিলেন।

ভগবান শুক্রাচার্য্য বলিরাজার বাটীতে এইরূপে এক নেত্র হীন হওয়াতে অদ্যাবধি সর্ব্বলোকে তাঁহাকে কানা শুক্র কহে। ইহার পরে বলিরাজা কুশবারি সংযুক্তে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বামন নব ব্রহ্মচারীকে ত্রিপদ ভূমি প্রদান করিয়া কহিলেন। হে বামন! আপনি যথা সাধ্য যে স্থলে ইচ্ছা সেই স্থলে নিজ পদে ত্রিপদ পরিমেয় স্থান গ্রহণ করুন।

তখন বামন একেবারে অদ্ভুত বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া এক পদে নভোমণ্ডল ভেদ এবং দ্বিতীয় পদে পাতাল ভেদ করিলেন। তৃতীয় পদের স্থান জন্য অতি ভীষণ স্বরে বলিকে বলিতে লাগিলেন। ওরে বলি সত্বরে আমার তৃতীয় পদের স্থান এবং দান সকল নিমিত্তক দক্ষিণা দে। নতুবা অচিরাৎ আমি তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দণ্ড করিব। বলিরাজা অকস্মাৎ অসম্ভবাকার অবলোকনে [illegible] জড়বৎ বিচেতন পদার্থ

আর রহিলেন। প্রাহ্লাদ বলির নিকটস্থ থাকিয়া বাঁকলে গিয়া স্বীয় বাহন গরুড়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন ওহে গরুড় তুই ত্বরায় এই মিথ্যাবাদী বলিকে বন্ধন করিয়া শাস্তি দে। ও অগ্রে ত্রিপাদ ভূমি দিবে স্বীকার করিয়া একণে কি জন্য তৃতীয় পদের স্থান দান না করে। বৈনতেয় প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তদণ্ডেই বলির উভয় বাহু পশ্চাৎদিগে দৃঢ় বন্ধন করিয়া ব্যাদান বদনে গ্রাস করিবার আশঙ্কা দর্শাইতে লাগিলেন। তখন বলিরাজা সকল সময়ে প্রিয়া বনিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সুন্দরি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার যখন যে বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তোমার সহ সৎ পরামর্শ দ্বারা বিপদুদ্ধার হই। একণে কি প্রকারে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইব উপায় বল। বলি পত্নী বলিলেন। হে নাথ! আপনিত ভুমি বক্সে প্রভুর সমীপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন না। যে আপনার পালক ধর্ম্মিবে। আপাততঃ আপনি প্রভুকে বলুন যে বামন পাইতেছেন, এই বচনে ভ্রমে অব বন্ধনের [illegible]। এখনও কি বুঝিতে পারেন নাই। [illegible] ধর্ম্ম পাতাল গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি [illegible] ব্যতীত অন্য মতবে না। অতএব আপনি উহার সমীপে এই আবেদন করুন। [illegible] তৃতীয় পদের স্থান [illegible]

যেমন স্থানাভাব, তেমনি প্রভুর তৃতীয় পদাভাব। অতএব উভয় অভাবে সমভাব ভাবিয়া অকিঞ্চনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাতক হইতে অব্যাহতি দান করিয়া কৃত কৃতার্থ করুন।

বলিরাজা প্রিয় প্রণয়িনীর পরামর্শ শ্রবণ মাত্রেই জাগাই কহিলেন। তত্র কমলআঁখি বলির বাক্যাবসানে তৎক্ষণাৎ নিজ নাভিদেশ হইতে বিশ্ব বিমোহিত কর বৃহৎ পদ বহির্গত করিয়া কহিলেন। ওরে বলি! এইত আমার তৃতীয় পদ, ত্বরায় তুমি ইহার স্থান দান কর। তদ্দৃষ্টে বলি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হইয়া বনিতাকে বলিলেন। হে বৃন্দে! তোমার পরামর্শানুসারে তৃতীয় পদ দেখাইতে বলিয়া বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। হায়২, কি করিব, কোথায় যাইব, কেনই বা এমত কথা কহিলাম। আমি ইহা না বলিলে বড়ই ভাল হইত। বৃন্দে বলিলেন, হে নাথ ইহার নিমিত্ত কেন এপরিমাণে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। ত্বরায় ঐ তৃতীয় পদ মস্তকে ধারণ করুন। এই পরামর্শে বলি অপার আনন্দ লাভে আত্মীয় পত্নিকে যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়া অবিলম্বে সেই তৃতীয়পদ ধারণার্থ মস্তক পাতিয়া দিলেন। কৃপাসিন্ধু ভক্তবৎসল নারায়ণ তৎক্ষণাৎ দৈত্যেশ্বর শিরে চরণ অর্পণ করিয়া তাহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন।

বলিরাজা বিষ্ণুপদ মস্তকে ধরিয়া এই বলিয়া স্তব

করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! মদীয় সদৃশ ভাগ্যবান ত্রিলোক মধ্যে অন্য জনে অবলোকন করিনা। যে পদ যোগী ঋষি জনে যুগযুগান্তর নিরাহারে কায়া বিনষ্ট করিয়াও ধ্যানে পায় না, অদ্য আমি কি না সেই পদ মস্তকে ধারণ করিলাম। অত্র স্তোত্রকালে মহাত্মা প্রহ্লাদ নিজ পৌত্রের নিগ্রহ বার্ত্তা শ্রবণে ত্বরায় গোলোকপতি সমীপে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন। হে প্রভো, অন্য লোকে যে পদে চন্দন তুলসী পুষ্প প্রদানে কৃতার্থ লাভ করে, বলি সেই পদে ত্রিলোক সমর্পণ করিয়া কি কারণে দৃঢ় বন্ধনের যাতনা ভোগ করে। বিষ্ণু বলিলেন। তুমি বলির যে বন্ধন দেখিলা, ওবন্ধন বলির প্রতি হয় নাই। ভক্ত আমাকে উহাপেক্ষায় ভক্তি ডোরে দৃঢ় বন্ধন করিল। বন্ধনের যে কত ক্লেশ তাহা আমি ভক্তবর্গকে দেখাইলাম।

তদনন্তরে দৈত্যরাজের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া কহিলেন। হে বলি! তুমি এই ত্রিলোক মধ্যে যে স্থলে সুখে বসতি করিতে বাসনা কর, সেই স্থল বাসের বাসনা মৎ সমীপে বর যাচ্ঞা কর। কিন্তু সুর সর্ব্বের শঙ্কা শূন্য করিবার আশয়ে স্বর্গ স্থলে রাখিবার অন্তঃকরণে অভিলাষ নহে। বলি বন্ধন বিমুক্ত হইয়া বিনয় বাক্যে কহিলেন। প্রভু, যদি অকিঞ্চনের প্রতি এতাদৃশ অনুকম্পা উক্তি করিলেন তবে নিত্য সর্ব্বধাম সর্ব্বকালে অনুমতি

করুন। যথায় অনুক্ষণ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিব। কমলাপতি স্বর্গে স্থান দান না করিবার বাসনায় ছল করিয়া কহিলেন। তুমি যদি স্বর্গবাস অভিলাষ কর, তবে শত মুখ সহিত কালাতিপাত করিতে হইবে। আর যদি পাতালপুরে আশ্রমী হও, তবে পঞ্চ পণ্ডিত পারিষদ পাইবে। অনুক্ষণ আমার চরণ দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। সে বিষয়ে কোথাও নৈরাশ হইবে না। অদ্যাবধি অনুক্ষণ আমি তোমার দ্বারের দ্বারী হইয়া রহিলাম। কলিকালে তুমি স্বর্গে ইন্দ্রত্বপদ ভোগ করিবে। তাহা শ্রবণ করিয়া বলরাজা মুখের সহিত অমরপুরে বসতি না করিয়া পঞ্চ পণ্ডিত সহিত পাতালে বাস করিলেন। ভক্তের প্রীতি জন্য ভক্তবৎশল অনন্ত কাল বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিলেন।

বামনভিক্ষা সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সর্ব্বচিত্তরঞ্জন।

ধ্রুবচরিত্র।

অতি বদান্য গুণি অগ্রগণ্য সর্ব্ব লোকে ধন্য মহামান্য উত্তানপাদ নৃপবর কর্ম্ম সূত্রের দৃঢ় বন্ধনে উভয় বনিতাকে সমভাব ভাবাভাব স্বভাবে দুর্ম্মতি অতি প্রণয়িনী সুরুচির অনুরোধে, নিরপরাধে জ্যেষ্ঠা মহিষী সুনীতিকে কান্তার চারিণী হইতে আদেশ করিলেন।

এই সম্বাদে সুনীতি সুষুপ্তি সময়ে শিরে সর্প দংশন বৎ বোধে শীঘ্র স্বামি সমীপে আসিয়া শঙ্কায় বিধুত কলেবরে বাষ্পবারি পূর্ণিত লোচনে, কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন। হে নাথ! কি অপরাধে অবলা সরলা অধিনীকে অনাথিনী করিয়া অরণ্যার্পণে বিধান করিলেন। আমি কস্মিনকালেও আপনকার শ্রীপাদ সরসিজ সন্নিধানে আদেশ প্রতিকূল পন্থায় পদার্পণ করি নাই। অহর্নিশি ভর্ত্তা বার্ত্তা ব্যতীত অতীত কি বর্ত্তমানে যদি অপর পুরুষের অবয়ব জাগরণে বা স্বপনে অন্তঃকরণ মধ্যে ক্ষণকাল জন্যে অনুস্মরণ করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমার অতি তাপিত দহমান হৃদয়কে অপরাধারলম্বন রূপে বারিদানে স্নিগ্ধ করিতে পারিতাম।

ইহা যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! নিদ্রিতজনে খড়্গাঘাত, কেন কেন কিসের জন্য অকারণে অভাগিনীর প্রতি এতাদৃশ নিদারুণ নিগ্রেহের আজ্ঞা করিলেন। আপনি মানব দেহ ধারণের ধারামত দোষ বিনা রোষ হইতে কি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষুব্ধ চিত্ত হইলেন না? আর বলি যদি সেই অতি প্রণয়িনীর অনুরোধেই একার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেও মহারাজের সপক্ষ পক্ষ বাক্য কোন ক্রমেই কহে নাই। কেন না অকৃতাপরাধে পতিব্রতা সতী সাধ্বী প্রধানা মহিষীকে অরণ্যে অর্পণ করিলে, পরিণামে যে পাতকের ফল ভোগ করিতে হইবে, সে অতি প্রণয়িনী হইয়া এ অমঙ্গল বিঘটনের শঙ্কা কে করিয়াছে!।

আমি নিজ প্রাণাধ্যবসায়ে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত নহি। তবে এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতেছি, পাছে সাধ্বী স্ত্রীর মনোভঙ্গে নাথের অমঙ্গল ঘটে। হে রাজন! যদি কোন মদীয় অপরাধ অবগত হইয়া থাকেন। তাহা সত্বরে ব্যক্ত করুন। আমি জানিতে পারিলে এইক্ষণে আপনার সম্মুখে স্বয়ং প্রাণ দণ্ডরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিব না। তাই, আমি যেন তোমার প্রণয়িনী নহি, সম্বন্ধে প্রধানা মহিষী বটি। আমার ধন মান জাতি প্রাণ সমস্তই স্বামীর করে অর্পিত হইয়াছে। মহারাজ রক্ষা না করিলে বলুন আর কে রক্ষা করিবে।।

স্বামি সুখে স্ত্রী জাতির সুখ, স্বামি দুঃখে স্ত্রীজাতির দুঃখ, দেখুন। রমণীর স্বামি বিনা আর কি ধন আছে?। অখিল সংসারে অবলোকন করুন। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি স্ত্রী যত্নে রক্ষা করে, আপনি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অসাধারণ ধীশক্তি ধারণ করিয়া কি প্রকারে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ কুরঙ্গ, সিংহ, সার্দ্দুলবৃক, ভল্লুক, পরিপূর্ণিত অরণ্যে আপন জ্যেষ্ঠা মহিষীকে অর্পণে অনুমতি করিলেন? গর্ভে তনয় জন্মে নাই, যে আপনার অতি প্রণয়িনীর গর্ভস্থ তনয়ের রক্ষাকর্ত্তা হইবে। একাল পর্য্যন্ত কখন ভবনের বাহিরে পদার্পণ করি নাই। হে নাথ! আমি কেমন করিয়া দুর্গম কাননে পদব্রজে গমন করিব, যদি একাকিনী বনচারিনী রমণী দর্শনে কোন অত্যাচারী দুরাত্মা জনে জাতি ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হয়, তখন সে স্থলে জাতি মান লজ্জা কে রক্ষা করিবে?।

উত্তানপাদ নৃপবর এতাদৃশ বিলপিত করুণাময় বাক্যে বধীরবৎ থাকিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ভর দিয়া কহিলেন। রে কিঙ্করগণ! তোমরা স্বরায় সুনীতিকে অরণ্যে সমর্পণ করিয়া আইস। দূতগণে কি করে। অগত্যা নৃপাজ্ঞা রক্ষার্থে সুনীতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্রমে ভয়ানক কানন সমীপে উপনীত হইয়া তথায় আহ্বান রোদন করিয়া কহিল। হে মাতঃ! আপনাকে মহারাজ বিনা দোষে কাননে চারিণী করিলেন। একণে

এই বাহুল্য করিয়া দীন হীন অকিঞ্চন কিঙ্কর গণের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কি করি। অদৃষ্ট পুরুষঃ দাষঃ। এবম্প্রকার বিবিধ আক্ষেপ করিয়া দূতগণ সুনীতিকে অরণ্যে সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন করিল। তখন অসহায়িনী একাকিনী উন্মাদিনী প্রায় আশ্রম পরিবর্জিতা বিষম ব্যাকুলান্তঃকরণে নিজ হস্তে বক্ষঃস্থলে ঘন ঘন চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। কখন ধূল্যবলুণ্ঠন, কখন দ্রুত গমন, কখন বিচেতনা কথঞ্চ সচেতনা হইয়া হায় কি হইল হায় কি হইল বলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন। হে বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল। নৃপ মহিষী হইয়া একাকিনী অসহায়িনী হইয়া নির্জন অরণ্যে অবস্থিতি করিতে হইল। আমি মনে জ্ঞানে কহি। কখন কাহার অনিষ্টাচরণ করি নাই। প্রত্যহ প্রাতে স্নান পূর্ব্বক শুচি হইয়া দেবী মঙ্গল চণ্ডীর শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতাম। সেই ফলে কি আমার এই দশা ঘটিল। হা মাতঃ রাজলক্ষ্মী! আমি তোমার চরণামৃত ব্যতীত কখন জল গ্রহণ করি নাই, তবে কেন অভাগিনী দুঃখিনী সুনীতিকে পরিত্যাগ করিলে! যদি কোন বর্ত্তর আশ্রমে পশু পক্ষী কীটাদি প্রাণীর মধ্যে কেহ শরণ লক্ষ্য জানাইবে বা কোন নিষ্ঠুর জনে করাল তপন তাপ কবে অর্পণ করিতে পারে!

হা পাপিষ্ঠা সুরুচী! তোর মনে যে এত অভিলাষ ছিল, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। কি করিব, কোথা যাইব, কাহার নিকটে যাইয়া তরঙ্গমালা পরিপূর্ণিত অপরিসীম দুস্তার বিপদ সমুদ্র হইতে ত্রাণ পাইব, হে বিপত্তে মধুসূদন! তুমি ভিন্ন দীনা হীনা উপায় বিহীনা অবলার উপায় নাই। তুমি পাম পক্ষপাত বিহীন। অনুপায়ের উপায়, অগতির গতি, বিষম অবিবেকী নিষ্ঠুর পরাকাষ্ঠা স্বামী হস্তে পতিতা অনুজ ময়া সুনীতিকে রক্ষা কর।

সুনীতি যে সময়ে এইরূপ অশেষ বিশেষ বিলাপ জনক বাক্যে রোদন করিতে ছিলেন; তৎকালে সেই কস্তার দিয়া পথবর্ত্তিনী কতিপয় ঋষি তনয়া অকস্মাৎ অরণ্য মধ্যে রমণীর রোদন ধ্বনি শ্রবণে ত্বরিত গমনে, তৎসন্নিধানে সমাগতা হইয়া সুধাইতে লাগিলেন। হে অদ্ভুত অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্নে! তুমি দেব কন্যা কি গন্ধর্ব কন্যা?। মায়া মূর্ত্তিতে মানবী রূপিনী হইয়া এই অবনী মণ্ডলে অনিবার বিষম ব্যাকুল চিত্তে রোদন করিতেছ। কে তুমি, কিবা নাম, কোথায় ধাম, কাহার বনিতা! কহ কহ কহ। তোমার রোদনরূপ হলাহল মিশ্রিত প্রখরতর শর আমারদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করাতে কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। এ প্রকার মধুর সম্ভাষে সুনীতি কহিলেন। হে মাতঃ সকল! তোমরা কি

একাকিনী অতি-দুঃখিনীর দুঃখে দয়ার্দ্র চিত্তা হইয়াছ? আমি বোধ করিয়াছিলাম, আমার দুঃখে দুঃখিত হইবার ভাজন ত্রিলোকে প্রাণিবর্গ মধ্যে এক প্রাণীও নাই। আপাততঃ তোমাদিগের মধুময়-বচন শ্রবণে আমার অনেক দুঃখ শান্তি হইল। অধুনা মদীয় দুঃখের বিস্তারিত বিবরণ সকল অবধান করুন। উত্তানপাদ মহীপালের দুই বনিতা। জ্যেষ্ঠা সুনীতি, কনিষ্ঠা সুরুচী, কনিষ্ঠা অতি প্রণয়িনী প্রযুক্ত স্বভাব বশত সপত্নীর অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় অকৃতাপরাধে জ্যেষ্ঠাকে অরণ্যে প্রেরণার্থে পতিকে অনুরোধ করিল; নিতান্ত ভ্রান্ত কান্ত বিচার বিনা মনোরমার মনোরঞ্জন জন্য সুনীতিকে কাননে সমর্পণ করিলে। আমিই সেই দুঃখিনী সুনীতি! উপায় অদর্শনে রোদন করিতেছি।

তচ্ছ্রবণে তাপস-তনয়াগণ দয়ার্দ্র চক্ষে বাষ্পবারি পূরিত লোচনে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানানন্তর অভয়া-প্রদানে প্রবৃত্তা হইলেন। হে মাতঃ তুমি রোদন করিও না। আইস, আমারদিগের আশ্রমে আইস। আমরা যে রূপে কাল যাপন করি, তুমিও সেই প্রকারে কানন অভ্যন্তরে কাল যাপন করিও। আমরা সর্ব্বদা তোমাকে যত্নে পালন করিব। এক্ষণে আমাদিগের প্রাণ থাকিতে তোমার শরীরে দুঃখ বা কুশলাভাব হইবে না। যে [illegible] ভুজঙ্গিনী [illegible] [illegible] থাকি [illegible],

যে জন্য তপোবন শত [illegible] হবে অন্তত উৎকৃষ্ট [illegible] সন্তরণ পূর্ণ।

এই বলিয়া ঋষি কন্যাগণ [illegible] সুশীলার সম্মুখে ফল বিশোধন করিয়া সমুচিত সত্কারে [illegible] ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগের আশ্রমে লইয়া গমন করিলেন। কুটীরে সমাগতা দুইজন অবস্থা অতি ব্যগ্রতা সহকারে তৎক্ষণাৎ অন্য এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধ্বী সুশীলাকে স্থাপন করিলেন। সর্ব্বদা ফল মূল সংগ্রহ করিয়া অগ্রভাগ সুশীলাকে দান, অবশিষ্টাংশ দ্বারা পরস্পরে তুষ্টি লাভ করিতে লাগিলেন। ঋষি কন্যাগণ তাঁহাকে এতাদৃশ সবিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন যে পরিমাণে কাহার মাতা ভগিনী পিতৃ স্বসা মাতৃ স্বসাকেও স্নেহ করিতে পারেন না। [illegible] [illegible] [illegible] বন সমূহের [illegible] [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংগ্রহ পূর্ব্বক [illegible] [illegible] [illegible] করিতেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ধনং মিলিত প্রভৃতি সহ নিঃক্ষেপণে ধূলি উৎক্ষেপণ দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া অতি প্রখরতর দিবাকর দীপ্তিকে স্বীয় স্বভাব অভাবাপন্ন করিল। বজ্র শব্দের ঘোর গর্জন, ও বৃহদাকার ঊর্দ্ধ পুচ্ছক শুক্লবর্ণ অশ্বগণের অনবরত প্রবল কুণ্ডলাকার লৌহাবৃত চরণাগ্রভাগে অনি-বার খট খট ধ্বনি হইবায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ে অন্য কোন শব্দ প্রবেশের উপায় রহিল না। কশাবর্জিত পশু পরিবর্গে অতুল কোলাহল ও অনন্ত কেহ শ্রবণে কেহ দর্শনে দিগ্দেশে ধাবমান হইতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত সজ্জায় মহারাজা রুষে কানন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অদৃষ্ট সানুকূল স্বভাব পরিবর্জন পূর্ব্বক প্রতিকূল পথে। গমনানন্তর কিয়ৎকালের জন্য যৎ পরোনাস্তি ক্লেশকর দুঃখ দানে এবর্ত্ত হইতে অর্দ্ধ বিলম্ব করিল না। দিবাবসান, প্রদোষকাল উপস্থিত, এমত সময়ে অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে শ্যামল জলধর উদিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন করিল। শন্ শন্ শব্দে সমীরণ প্রচণ্ডরূপ ধারণ পূর্ব্বক অনল আকার ধারণ করিয়া অতি উচ্চ উচ্চ শাখী সমূলে উৎপাটন ও ছিন্নভিন্ন বিভঞ্জন করিল। হুড় হুড়, দুড় দুড়, কড়কড়, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

রক্ষার প্রত্যাশা রহিত হইল। অধিকন্তু অনবরত বজ্র পতনের ঘোরতর কঠোর রবে অবনী কম্পিত করিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুল্লতা সঞ্চালনে স্বভাব চ্যুত কলেবর ও জীবন চমকিত করিয়া নিমিষমাত্র নয়নের পথাবলোকনের সপক্ষতা করিতে লাগিল। একে রজনী তাহাতে এইরূপ দুর্য্যোগে নৃপতির সৈন্য সামন্ত হস্তী অশ্বী রথী সারথী মাতঙ্গ তুরঙ্গ শেলধারী শূলধারী [illegible] কোথা প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিল, তাহা নির্ণয় হইল না।

তখন উত্তানপাদ মহীপতি একাকী অর্দ্ধ মৃতবৎ হইয়া কখন তরুমূলে কখন নদীকূলে কখন গিরি গুহায় গমন করিতে লাগিলেন। কোন রূপে প্রাণ রক্ষার উপায় লব্ধ হইলেন না। কখন কর্দ্দমে পতন, কখন কণ্টকাঘাত, কখন বৃক্ষাঘাত, কখন শত্যাঘাতে বিষম বেদনা পাইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে লাগিলেন এরূপ বিপদ সময়ে প্রাণ রক্ষার জন্য অগত্যা ইতস্ততঃ পর্য্যটনে সেই কাননে অবস্থিত এক কুটীরাবলোকনে [illegible] নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ [illegible] এইরূপে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে আশ্রমি! অতি বিপন্ন পতিত জনকে [illegible] নৃপতি [illegible] সৈন্য

[illegible]

[illegible] [illegible] করিয়া কি বর্ণন করিব। উত্তানপাদ [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] চিরবিরহী [illegible]; ধ্রুবের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] চিত্তে যার বিয়োগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুটিরে প্রবেশ করাইলেন। উত্তানপাদ [illegible] [illegible] [illegible] সর্ব্বাধিক সুখ বোধ করিলেন, এই [illegible] যে তাঁহার বনিতা ইহা [illegible], [illegible] [illegible] পারেন নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কুটিরে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] পরিতুষ্ট [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] সম্বাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] বন্দিনী।
[illegible] কারণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] কাল যাপন কর [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] দর্শনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] হইল। [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]
[illegible]। হে [illegible]! দয়া [illegible] [illegible] এবং কোন্ [illegible]
[illegible], আপনি কি [illegible] আছেন? আমরা বিবেচনা
[illegible]য়াছিলাম, দয়া [illegible] নাম আপনার [illegible] [illegible]
[illegible] কালেও প্রবেশ হয় নাই।

আমাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] অবলোকনে
[illegible] বাক্য দ্বারা দয়া প্রকাশ করায় আপনাকে দয়া-
[illegible] বলা যায় না। [illegible] ক্রিয়া দেখিলেই কর্তাকে
প্রকাশে বা [illegible] অবধারিত করা উচিত; তথাচ [illegible]
[illegible] কি প্রকার [illegible] [illegible] থাকিতে হয়। [illegible]
[illegible]লেন। দয়া শব্দের অর্থবোধ না থাকিলে [illegible] [illegible]
[illegible] প্রকারে বচনে নির্গত হইতে পারে। [illegible]।
[illegible] বিচেতন পদার্থ হইয়াও [illegible] সমস্ত পদার্থ
[illegible] বদনাগ্রে ব্যক্ত করে। [illegible] [illegible]

সভ্যা তথা পরিবারগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে [illegible] আমার কি নির্দ্দয়ের কার্য্য বীক্ষণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য বিবেচনা করিতে লাগিলে? তখন [illegible] কহিলেন। আপনি [illegible], বিচার-পতি, দয়াময় সত্যবাদী, ধর্ম্মব্যবস্থা কর্ত্তা, সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন করিলে আপনার [illegible] কার্য্য অবনীস্থ সমস্ত প্রাণিই স্বীকার করিয়া গুণানুবাদ করিবে, কিন্তু স্বাভাবিক তাঁদের অত্যাচার দেখিয়া অধিক পরিমাণে সকলে নিন্দা করিবে। রাজাদিগের কেবল যশোলাভ, অনায়াসে [illegible] হয় যাহা [illegible] বাহুবলের প্রয়োজন নাই। যাহা না করিলে বাঁচি না তাহাই সুধাই। কৃপা করিয়া যথার্থ কহিবেন।

আপনার জ্যেষ্ঠা মহিষী সতী সাধ্বী পতিপরায়ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সুনীতিকে কি দোষে বনবাসিনী করিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া রাজা সাতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোবদনে থাকিলেন। তখন সুনীতি স্বামির লজ্জার [illegible] বদন বিলোকনে তাঁহার অন্তরাত্মাকে [illegible] চুপ [illegible] কহিলেন। অহো প্রিয় সেবকগণ! আমারই অদৃষ্টের অপরাধ, মহারাজের অপরাধ কি [illegible] নাই। তখন উত্তানপাদ মহীপাল [illegible] প্রভৃতি সুনীতির সম্বাদ শ্রবণ গোচর হইবামাত্রেই কহিলেন। হে সুন্দর [illegible]

তোমরা যে সুন্দরীর পরম গৌরব দেখিতে পাই। কিন্তু কহ সে কি অদ্যাবধি তাঁহাকে মানসিক দারুণ যন্ত্রণা ভোগার্থে জীবিত আছে?।

তাপস তনয়াগণ কহিলেন। তুমি যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন তোমার পক্ষে তাহার মৃত্যুই হইয়াছে। তাহার নাম উচ্চারণে যে রোমাঞ্চিত হইলে, তাহার জীবিত থাকা অনুভবে চিত্তমধ্যে বুঝি মধুর ভাবনা জন্মিয়া উঠিল। যদিও জীবিত থাকে তাহাতে দুঃখিত হইও না। তোমার অতি প্রণয়িনী সুমতি কিংবা সুরুচির সমীপে যথা বলো, যে অভাগিনী দুঃখিনী সুনীতি অরণ্যে একাকিনী অনাথিনী হইয়া মানবী লীলা সম্বরণ করিয়াছে। ইহা তাহার প্রতি দুঃখে প্রকাশ মাত্রেই সে উল্লাস সাগরে মগ্ন হইবে। তাহার সুখেই তোমার সুখ, তাহার দুঃখেই তোমার দুঃখ। সে দুঃখিনীর বার্ত্তা যখন তোমার প্রতি অকর্ত্তব্য হইল। আর মানবীর পরমায়ুর কথা কেন কহ না, কি জানি, যদি সে জীবিত আছে। এমত সমাচার মহারাজের শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলে দুঃখীর পক্ষে কত অধিক দুঃখের অনুচিত সংবাদ প্রাপ্ত হইবে।

ভূপতি কহিলেন। হে রমণীগণ! তোমরা আর বাক্য [illegible]

[illegible]। আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছি। এক্ষণে আমার পতিকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা সুনীতিকে অকৃতাপরাধে বনবাসিনী করিয়াছি। দুর্ম্মতি, দুষ্কৃতির অশক্য অন্যায় দুরুদ্যোগ স্বীকার, ইহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু করিব, [illegible] সকল সম্পদ ও স্বীয় অভীষ্ট সাধন জন্য [illegible] করা উচিত। ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার উপায় আমার নাই। ইহাও শুনিয়া থাকিবে। (আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।) অর্থাৎ আপনার আত্মাকে সকল সঞ্চিত অর্থ অথবা অবশেষে স্ত্রী দিয়াও রক্ষা করিবে। সেই সুশীলা দুর্ম্মতি প্রকৃতির ধর্ম্ম শ্রবণেই আমি অন্যায় দুষ্ট বুদ্ধি হই; সে যাহা, বলে অনিচ্ছায় তাহাই করি। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ। ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা করা হয়, তাহাই দণ্ডনীয়। অনিচ্ছার কার্য্য দণ্ডনীয় ও গণনীয় নহে।

আমি তোমাদিগের নিকটে মনে আসে কহি, সুনীতিকে অরণ্যে সম্প্রদানের নিমিত্ত হইতে এইরূপ [illegible] এক বিপদ অন্যও বুঝি বটে। তখন সুনীতি আমির এইরূপ অপরাধ স্বীকার [illegible] বাক্যেই দুপ অভিমানে [illegible] [illegible] হইয়া করিলেন। অতএব আমিই তোমার সেই অভাগাবতী সুনীতি। তাহারই এই কুটির। আমিই আপনাকে [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] প্রবেশ করাইয়াছি। এই যে সকল [illegible]

নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইঁহারা আমাকে একান্ত স্নেহ-
করেন, তদ্রূপ কাহার মাতা ভগিনী মাতৃষ্বসা কি পিতৃ
ষ্বসাতেও তদ্রূপ স্নেহ করিতে পারেন না। যৎকালে দুর্
[illegible] আমাকে একাকিনী অনাথিনী করিয়া দুর্গম
কাননে সমর্পণ করিয়া যান, তৎকালে ইঁহারা [illegible]
হীনা রমণী দেখিয়া সদয় চিত্তে আশ্রয় দিয়া এই দুঃখীকে
সংরক্ষণ করেন। ইঁহারা সকলে মহীমান্যা, ঋষি কন্যা,
দুস্তার দুঃখ সাগরে পতিতা উপায় বিহীনা এই অভা-
চারিণীর চিত্ত কারিণী দুঃখ হারিণী বিনাশ বারিণী [illegible]
কারিণী হন।

তৎপরে তাপস তনয়াগণে কহিলেন। হে রাজন!
তুমি যদি স্বকীয় ভবনে দুর্মতি দুঃশীলা সুরুচির অত্যাচারে
সুনীতিকে রাখিতে না পারিয়া কাননে সমর্পণ করি-
য়াছ, এবং কিঞ্চিন্মাত্র তাপ মাত্র ভাব প্রকাশ করিতে
না পার, তবে অত দৈবযোগের ফলে দুর্যোগ দুর্বিপাক
বশতঃ অত্র আশ্রমে সদয় অন্তঃকরণে অনায়াসে অপ-
রাধ বিহীনার মনোরঞ্জন করিতে পার। এক্ষণে দুঃশীলা
পাপিনী সুরুচির প্ররোচনায় বশীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই।

নৃপতি মহাকুলজাত ঋষি কন্যাগণকে প্রণিপাত পূ-
র্বক তাহাদিগের আশীর্বাদানুকূলে সম্প্রতি [illegible]
[illegible]
[illegible]

নন্দিনী সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধি এক কুটীরে রক্ষা করিয়া আপন আপন আবাসে গমন করিলেন।

এক্ষণে সুনীতি সমস্ত দিবস আহারান্তে অত্যন্ত একাকী আসিয়া দুঃখে রজনী যাপন করায় অবসন্না হইলেন। শেষ রজনী সময়ে যত যত গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইতে লাগিলেন ততই স্বপ্ন দৃষ্টি হইতে লাগিল। এক্ষণে স্বপ্ন দৃষ্টি করিলেন, যেন যা সে সর্ব্বাঙ্গে দর্পণবৎ এক আশ্চর্য্য জ্যোতি বহির্গত হইতেছে। অনন্তর দেখিলেন যেন এক অদ্ভুত সুন্দর গৌরবর্ণ অত্যাশ্চর্য্য মহাপুরুষরূপ সম্মুখে দাঁড়াইয়া করপুটে বিনয়বাক্যে কহিতেছেন। হে রাজ্ঞী সাধ্বী পতিপরায়ণে! তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমাকে সন্তান বাৎসল্যে গ্রহণ করুন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার দুঃখের রাজ্য ধন সাম্রাজ্য ভোগ করাইয়া পরম সুখ প্রদান করিব। এজন্যই নিমিত্ত আমি মহারাজের এই আবাসে গমন করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আনন্দ ও কল্যাণ সহ রাজ্ঞীর স্তুতি করিয়াছি। আর তুমি কাহারও জন্য দুঃখিত থাকিও না।

এই শুভ স্বপ্নদর্শনান্তে সুনীতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজ্ঞী অমনি শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক নিদ্রার আলস্য পরিত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকালে সুনীতি আপন

তদনন্তর মহাদেবী এক রজনীতে স্বামি সমক্ষে স্বকীয় স্ব-প্ন, ও আশ্চর্য্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাহাতে তাঁহারা পরম পুলকিতা হইলেন। ক্রমে শুদ্ধমতি সুনী-তির গর্ভের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রজঃরহিত, অলস মন্দ বেগ, আননে অরুণ ছবি, মৃত্ মৃত্তিকা ও অম্ল বস্তুর অন্য দ্রব্য অপেক্ষা অরুচি, ক্ষীণ মধ্যদেশ স্থূলতর হইলে গুরুভার, উদর দিয়ে অবিরল নীল বর্ণ শিরা বিকশিত, উভয় স্তনাগ্রে কৃষ্ণবর্ণ শ্যা-মল সুধা উদ্বেলিত, উক্ত চুচুক যুগল দ্বারা রস পরে পরস্পর পরস্পরে অভিমুখ হইল। অনন্তর সপ্তম মাস অতিক্রমে পঞ্চ অমৃত, চন্দন, অগুরু, মিষ্টান্নাদির অঙ্গবিন্যাসে [illegible] পরিবৃতা [illegible] বিহারীয়া অন্তঃপুর গমন করিয়া দিবস যামিনী স্বামীকে আনন্দ করিতে লাগি-লেন, তথায় তাঁহার প্রিয় প্রেয়সীগণে শর্করাদি, ক্ষীর, মাংস প্রভৃতি, যে সমস্ত গর্ভের আকাঙ্ক্ষিত কার্য্য সাধনে ক্রটী করিলেন না!

দশম মাস দশ দিন অতীত হলে পরে রাণীর অসহ্য যাতনা যুক্ত প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়াতে প্রিয় সখী দিগকে ডাকিয়া কহিলেন। ওগো প্রিয়সখিগণ, তো-মরা আমাকে অবজ্ঞা না করে যোজনা পূর্ব্বক রক্ষা করি-বে। ঈশ্বর বুঝি রক্ষা করিতে পারিবেন না, আমি [illegible] গর্ভের [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

কাঁহার জন্য জনকে প্রাণ ত্যাগ করিব, আমার নিজ উদরে বিষম বেদনা উপস্থিত, বুঝি আর আমি প্রাণে বাঁচিব না। তাহা শুনিয়া ঋষি তনয়ারা, অতি সমত্নে ভয় নাই২ এই কথা বলিয়া উদক মিশ্রিত তৈল তাঁহার উদরে বিশিষ্টরূপে পুনঃ২ কর দ্বারা লেপন করিলেন। কেহ দ্রুত গমনে ধাত্রী আহ্বান, কেহ কাষ্ঠ সংগ্রহ কেহ জল যন্ত্রণা আহরণ করিতে লাগিলেন। কেহ হাস্যবদনে অভয় দিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ চিন্তা করিও না, তুমি এক্ষণে সন্তান ক্রোড়ে করিয়া জননী হইয়া বসিবে। তৎপরে যখন প্রসব বেদনা ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর প্রবাহ বিশিষ্টা হইয়া উঠিল, তখন সুনীতি এক অপূর্ব্ব মনোহর দিব্যকান্তি কুমারাকার তনয় ভূমিষ্ঠ হইলেন। তদনন্তর তাপস রমণীগণ উচ্চৈঃ শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক আনন্দ সীমার আধার প্রাপ্ত হইলেন না। সেই অরণ্যস্থ অন্যোন্য মুনি ঋষিবর্গ আশ্রিতা সুনীতির সুসন্তান ভূমিষ্ঠ সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই বিনা আহ্বানে ব্যগ্রান্তঃকরণে ঋষিপত্নী ব্রহ্মিণীর কুটীরে আগমন পূর্ব্বক নবজাত শিশুর মুখপদ্মের অবয়ব অবলোকনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ [illegible] করিতে লাগিলেন।

হে মাতঃ [illegible]

[illegible]

দিগের ন্যায় কেহ পশ্চাৎ হইতে কর্ণ কুহর সমীপে কহিতেছে, ভবিষ্যতে এই শিশু অদ্বিতীয় মহানুভব ব্যক্তি হইয়া পরম পরাৎপর জগৎপিতা সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে প্রগাঢ় সাধন ডোরে প্রবন্ধন করিয়া ইন্দ্রাদি দশ দিক্পালের স্বীয় স্বীয় পদ ইহা কর্ত্তৃক বিয়োগ আশঙ্কায় কম্পান্বিত কলেবর করিবে। এবম্ভূত লক্ষণ যুক্ত শিশু যাহার গর্ব্ভে জন্মে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ পরম ধন্যা পরম ধন্যা কহি। অবশেষে মুনিগণ সুনীতিকে নবজাত শিশুর ধ্রুব নাম রাখিবার আদেশ করত স্বীয় স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

তখন সুনীতি নবজাত তনয় ক্রোড়ে করিয়া অবলা স্বভাবে হরিষে বিষাদ উপস্থিতে অশেষ বিশেষ বিলাপ জনক বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল! আমি যত দিন নৃপ মহিষী হইয়া নৃপ ভবনে ছিলাম, তুমি তত দিন এ দুঃখিনীকে সন্তান দানে কেন বিমুখ ছিলে। এক্ষণে আমাকে এ সন্তান দান নহে, ইহা নিগ্রহ করা মাত্র। আমি কি প্রকারে এ শিশু প্রতিপালন করিব, ইহা নৃপ ভবনে জন্ম যদি ভূমিষ্ঠ হইত, তবে কত শত আশীর্ব্বাদক বিপ্রবর্গ, মঙ্গল ধ্বনি প্রকাশক বাদ্যকর, দীন হীন উপায় বিহীন জন সমূহে প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্তে পরম পরিতুষ্ট হইত।

তৎপরে রাজী হোমাদি সমাপনান্তে নিয়োজিত সেবারিতা ঋত্বিক বিয়োগ পূর্ব্বক তাপস ছাত্রগণকে স্বর্ণাদিতে বিশিষ্টরূপে সন্তোষ দিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

সুনীতির সাপেক্ষ যত মুনি ঋষিগণের সদয় অন্তঃকরণে তাহার সুতের এক বিংশতি দিবসে ষষ্ঠীপূজা সমাপনান্তে পরে ষষ্ঠমাস বয়ঃপ্রাপ্তে ধ্রুবনাম বিশিষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া অন্নপ্রাশন করাইলেন। ক্রমে ধ্রুব দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বৎসর বয়স্ক বালক হইয়া অন্যান্য অরণ্য স্থিত বয়স্য ঋষি তনয়গণ সহিত ক্রীড়া করত ইতস্ততঃ পর্য্যটনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এক দিবস অন্য কোন বালককে পাত্রস্থ গাভীদুগ্ধ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পান করণাবলোকনে ধ্রুব শিশুপ্রকৃতি প্রযুক্ত তদনুরূপ করিবার আকাঙ্ক্ষার গর্ভধারিণী সন্নিধানে উপনীত হইয়া বারম্বার দুগ্ধ জন্য উপদ্রব করিলেন।

সুনীতি হীনশক্তি শিশু সন্তানের বাসনা নিবারণার্থে অশেষ প্রবোধ বাক্য দ্বারা কোন মতেই শান্ত করিতে পারিলেন না। শেষে কহিলেন, রে অজ্ঞান তনয়! অর্থ ব্যয় ব্যতীত বিক্রেতাগণ দুগ্ধপান করিতে দিবে। তোমার জনক আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব শিশু সেবাকাজে অসমর্থ হইতে লাগিলেন, রাণী একান্ত তনয়ের জন্য ক্রমে প্রবোধ দিতে

না পারিয়া অগত্যা পিষ্টক চূর্ণ বারি সংযোগে শুক্ল বর্ণ কৃত্রিম দুগ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, ধ্রুব কখন গাভী দুগ্ধ আস্বাদন অবগত নয় বটে, তাহাই পান করিতে২ অন্যান্য বালক বৃন্দ সমীপে দ্রুত যাইয়া তাহাদিগের অনুরূপ পয়ঃপান করণের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। কিন্তু সুনীতির চিত্তমধ্যে অসীম যাতনা উপস্থিত হওয় য মনে২ কহিতে লাগিলেন। রে অভাগ্যবতীর পুত্র! তুই রাজার ঔরসে রাণীর গর্ভে জন্মাইয়াও সামান্য গাভী দুগ্ধের স্বাদ জ্ঞাত হইতে পারিলি না।

ইহার পর কিয়ৎ দিবস বিগতে ধ্রুব অন্যান্য শিশুর বস্ত্র পরীধান বিলোকনে জননী বিদ্যমানে আ; গিয়া বস্ত্র পরীধান জন্য আস্ফালন ও রোদন করিতে লাগিলেন। রাণী বালকের পরিবেদনা বিহীন ও স্বয়ম ব্যাকুল চিত্তে বসন বাসনা বাক্যে অজস্র বলং ধারা রূপে অক্ষি হইতে অশ্রুধারা নিপতনে বক্ষ ভাসাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন। রে অভাগ্য ভাগ্যহীনা অনাথিনী যোষা নন্দন! তুই মধ্যে২ আর্ত্তি উক্তি প্রবল প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্যাচ্ছাদিত কবর অভ্যন্তর স্থিত গৃহে সংবাদ পুরঃসর আর দাহ করিস না। একে আমি নিজ অদৃষ্ট লিপিদোষে বিষম তাপে দহ্যমানা হইতেছি, তাহার উপর তুই কেন আবার দ্বিগুণ আগুন প্রজ্বলিত হইবার

উদ্যোগী হইল। ধ্রুব জননীর রোদনে দর্শনেশান্ত না হইয়া ক্রমেহ অধিক উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। কখন ধূল্যবলুণ্ঠন, কখন গর্ভধারিণীর অঞ্চলাকর্ষণ, কখন পেলবকায়ে কর্দম লেপন, কখন কুটীর দ্বার ভঞ্জন পূর্ব্বক বস্ত্র দে বস্ত্র দে শব্দ করিতে লাগিলেন। সুনীতি উপায় বিহীন বিচিন্তনে নিজ পরিধিতা বসনাগ্রভাগ ছিন্ন করত অঞ্চল দিয়া চঞ্চল শিশুর চপল চিত্ত তোষাভিষিক্ত করিলেন।

ইহার পর কিয়দ্দিবসান্তে অরণ্য সান্নিধ্য পল্লিবাসি জনগণের বালক সহিত ক্রীড়াকালে কোন শিশু ধ্রুবকে স্বীয় পিতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বাক্য হীন সজল নয়নে ম্লান বদনে মাতার কাছে আসিয়া আমূল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তাহা শুনিয়া সুনীতি সুতকে কহিলেন। রে পুত্র! এবার যদ্যপি কেহ তোমাকে পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাদিগকে কহিবে, শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ উত্তানপাদ মহারাজ চক্রবর্ত্তী। শিশু তাহা শুনিয়া সত্বরে সহক্রীড়কগণ সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকৃতচিত্তে পিতার প্রকৃত নামোচ্চারণে বিরত হইবেন না। তন্মধ্যে কেহ২ ধ্রুবাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃ বাহুল্য প্রযুক্ত উপহাস-সূচক উক্তি করিয়া কহিল। ভ্রাতঃ ধ্রুব। যদি তুমি রাজচক্রবর্ত্তী বিপুল ঐশ্বর্য্যযুক্ত উত্তানপাদ নৃপবর, তবে কেন তুই একাকিনী অরণ্যবাসিনী কানন

স্থিতা দুঃখিনী রমণীর তনয় হইয়া অগণ্য অন্যান্য অমানা সামান্যাকারে কালাতিপাত করিল। অন্য বালকে কহিল, ধ্রুবমাতা সামান্যামানবী নহেন, আমি জানি তিনি মিথ্যাবাক্য কহেন না, তিনি যাহা ধ্রুবকে শিখাইয়া দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই যথার্থ হইবে। কানন অভ্যন্তরে কাল যাপনের কথা তাঁহাকে সুধাইলেই বিস্তারিত বিবরণ বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞাত হইতে পারিবে। অন্য এক শিশু কহিল, ধ্রুব যাহা বলিল, উহার কিছুই মিথ্যা নহে। আমি আমার গর্ভধারী প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি; যে ধ্রুব নৃপ নন্দন।

এইমত বালকের বিবিধ তর্ক বিতর্ক করণানন্তর সকলেই এক মতাবলম্বি হইয়া কহিল। হে ধ্রুব! যদি তব পিতা উত্তানপাদ মহারাজ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তবে চল না কেন আমরা সকলে তোরে সঙ্গে লইয়া সেই ভূপতি ভবন গমন করি। আমরা তোমার সমস্ত দুঃখের অবস্থা তাঁহার সম্মুখে বর্ণন করিলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা-নয়নে অবলোকন করিবেন। সেই নরেশ্বর যদি সমুচিত অনুগ্রহ না করিয়া কিঞ্চিৎ অংশ বসন ভূষণ প্রদান করেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট লভ্য, এবং তোমার দুঃখিনী মাতা পরম পুলকিতা হইবে, সে রাজধানী এস্থল হইতে অধিক দূর নহে। আরো সে স্থানে

মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ রথী চর্ম্মী বর্ম্মী ধারী অপূর্ব্ব প্রাসাদ অত্যুর্দ্ধবান, অপূর্ব্ব শুভ্রবর্ণ পাষাণ বিরচিত ঘাট সংযুক্ত বিকশিত কমল কুবলয় বিবিধ বিহঙ্গ বিরাজিত মনোহর সরোবর দর্শনে অসীম আনন্দ সম্ভোগ করিব, ধ্রুব কহিল। অদ্য আশ্রম হইতে অনেকক্ষণ আগমন করিয়াছি, এখন সেই স্থলে গমন করিলে অধিক বিলম্ব হইবে, তাহা হইলে মাতা আমার অদর্শনে দারুণ ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিবেন, কল্য প্রাতে যাহা হয় পরামর্শ করিব।

এই বলিয়া ধ্রুব তথা হইতে বিদায় হইয়া জননীর সন্নিধানে উপনীতান্তর, দুঃখিতাকারে পুনঃপ্রণিত ভাব দর্শাইলেন। সুনীতি সন্তান ক্রোড়ে করিয়া স্তন দানে সন্তোষার্পণে নিয়োজিতা হইলেন। এতত্কালে ধ্রুব গর্ভধারিণীকে সন্তাপ পূর্ব্বক কহিলেন। হে মাতঃ। অদ্য ক্রীড়াস্থলে সহ কৌতুক সমস্তবয়স্য সমীপে পিতার সৌভাগ্যকারণে প্রথমে তাহারা অস্মদাদির হীনাবস্থা অবলোকনে প্রতীয়মান হয় নাই। অবশেষে পরস্পরে বিবিধ তর্ক বিতর্কের পরতন্ত্র হইয়া কিয়ৎক্ষণে প্রতীতি প্রাপ্তে আমাকে কল্য প্রাতে নৃপ ভবন গমন কারণ অনেক অনুরোধ করিয়াছে। আমিও তাহাদিগের মতানুবর্ত্তী হইবার বিষয়ে স্বীয় স্বীকার হইয়াছি।

এই বাক্য, যেমন ধ্রুব জননীর শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্র-
বেশ হইল, অমনি কম্প কুসুমাকারে রোমাঞ্চিতাঙ্গে উঁহা
হইতে অকস্মাৎ অতি মিহিস্বরাকারে শুষ্ক কণ্ঠে তনয়কে
কহিলেনমা কি, কি, কি বলিলি। ওকথা বলিতে নাইও
বাপরে, সে স্থলে গমনের কথা মনেতেও আনিও না।
ঐ রাজবাটীতে একটা পাপিনী সাপিনী আছে, সে
স্থলে অন্যের শিশু গমনমাত্রেই দংশন করিবে। বিশে-
ষতঃ আমারপুত্র একথা যদি তাহার কর্ণগোচর হয়, তাহা
হইলে তুই তথায় না গমন করিলেও এই অরণ্যে আ-
সিয়া দংশন করিয়া যাইবে। সেই দুর্মতির ভবনে সমস্ত
ডাকিনী, ডাকিনী, যোগিনী আছে, তাহারা পরের
সন্তান দৃষ্টি মাত্রেই বিনাশ করে। যদি বলিস, সে বাসে
রাজা আছেন, অবিচার হইবে না। ইহা মনেও স্থান দান
করিও না, সে ভূপালের তথায় কোন সাধ্য নাই,
য অহঙ্কারিদিগের অত্যাচারের দণ্ড করিবেন। ধ্রুব বলিল
সে বাসে নাকি এক বড় প্রকাণ্ড সুশোভিত সরোবর
আছে। রাণী বলিল ওরে বাপরে! সে পুষ্করিণীর নাম
করিও না। সে বাসে বড় বড় কুম্ভীর, বড় বড় হাঙ্গর, বড় বড়
কামটী প্রভৃতি কত শত ভয়ানক জানোয়ার আছে।
ধ্রুব কহিল, যে বনে নাকি বড় বড় হস্তী আছে, সুনীতি
কহিলেন, তাহারা শিশু দেখিলেই শুণ্ড জড়াইয়া বি-
নাশ করে, আমি বারবার তোরে বলিতেছি, কদাচ

তথায় গমন করিস না, যদি আমাকে না বলিয়া গুপ্ত-ভাবে কোন দুষ্ট বালকের মন্ত্রণায় তথায় গমন কর, তবে নিশ্চয় জানিও আমি তৎক্ষণেই হয় উদ্বন্ধনে, না হয় বিষপানে, অথবা সাগরে ঝাঁপ, কিম্বা সুকঠোর পাষাণে মস্তকাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

ধ্রুব এইরূপ ত্রাস প্রদর্শক বাক্যে যথোচিত শঙ্কিত চিত্ত হইয়া মাতৃ ক্রোড়ে কুটীর অভ্যন্তরে নিদ্রাবস্থায় রজনী যাপন করিলেন, পর দিন প্রাতে গাত্রোত্থান করত ক্রীড়া স্থলে বয়স্ক বালক বৃন্দ বিদ্যমানে জননীর প্রমুখাৎ রাজধানী সম্বন্ধীয় যে যে ভয়াবহ বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হই-য়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। তাহাতে অ-ন্যোন্য শিশুগণ ধ্রুবকে কহিল। ওভাই ধ্রুব ও কথায় বিশ্বাস করিওনা। আমাদিগেরও গর্ব্ভধারিণী ঐরূপ ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, সিংহ, শার্দ্দূল, উল্লুক, ভল্লুক, মাতঙ্গ, ভুজঙ্গ, তুরঙ্গ, কটে বুড়ি, জটাধারী, হাঙ্গর, মকর, কুম্ভীর, সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক অশেষ বিশেষ কাল্পনিক শঙ্কা বর্ণন করাইতেন, এক্ষণে আর সে বাক্যে বিশ্বাস করি না, ও কথা সকলে-রই গর্ব্ভধারিণী গণ আপনং প্রাণাধিক শিশু সন্তান সকল নয়নাগোচর না হইবার জন্য কহিয়া থাকেন, অনন্তর এক বালক কহিল, আমি গত কল্য মিত্রের পিতার সহিত সেই সুরালয় দর্শন করিয়াছিলাম, ঐ আমার

কিঞ্চিন্মাত্র হানি হয় নাই, এবং আমি কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কার ব্যাপার দৃষ্টি করি নাই। সে স্থলে কেহ কিছুই বলে না, বরং বালক দেখিলে বিবিধ উৎকৃষ্ট আহারের দ্রব্য বিতরণ করে, তোমার মাতা যদি এবিষয়ে নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অগোচরে যাওয়াই ভাল, একথা তাঁহাকে জানাইবার প্রয়োজন নাই।

ধ্রুব সমবয়স্ক বালকগণের বিশেষ প্ররোধ বাক্যে মাতার অজ্ঞাতসারে জনক দর্শন কারণ গমন করিলেন, সমস্ত পন্থা অতিক্রমে ক্রমেং ধ্রুবাশিশুগণ সহিত নৃপালয় উপনীত হইয়া নৃপ সিংহাসন সদনে দণ্ডায়মান হইলেন, তন্মধ্যে এক জন বালক মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন। হে মহারাজ! আপনকার ধ্রুব নামক পুত্র আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, একবার শুভ চক্ষে দৃষ্টি করুন, এই বাক্য শ্রবণে মহারাজ ঈষৎ নত নয়নে অপূর্ব্ব মনোহর দিব্যাকৃতি বিশিষ্ট অধিকাংশ নিজ অবয়ব সংযুক্ত ধ্রুব রূপাবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দয়াদ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। কে ঐ বালক আইনং নিকটে আইস, তোমার নাম কি, কাহার পুত্র, ধ্রুব নিকটে যাইয়া করপুটে বিনয় বাক্যে কহিলেন। মহারাজ! আমার নাম ধ্রুব, সরস্বতীতীরস্থিত মুনি ঋষি মহাশয়গণ আমাকে সুনীতি সন্তান কহেন, একদিন শিকার

কাকেবেগণ ছিলাম না, পরন্তু কুলা মাতা যুক্তে অবগত হইয়াছি, দুরারাজ আমার পিতা।

ভূপতিও ধ্রুব কথায় দুঃখাত আক্রান্ত পরম্পরায় অবগত হইয়া কথনং পিতৃ স্নেহে দেখিতে বাসনা করি- তেন, কিন্তু অতি দুঃশীলা দুর্মুখা বাঘিনী মহিষীর তাং ডনার ত্রাসে মনের কথা মনেই থাকে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্ত করিতে পারেন না। অদ্যপর্য্যন্ত অনাদিষ্ট হুত বিনা আহ্বানে সমীপবর্ত্তী হওয়াতে দারুণ পুত্র স্নেহে সজল নয়নে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন। আইসং বৎস ক্রোড়ে আইস, এই বলিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া নিজ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ধ্রুব বদনে ও শিরে শতং চুম্বনে অনেক আদর সম্ভাষ করিয়া মনেং আপনাকে অশেষ ধিক্কার দিয়া কহিতেছেন। হায় আমি কি মূঢ়মতি, নির্দ্দয়াগ্রগণ্য, পরম পাষণ্ড, বিনাপরাধে সতী সাধ্বী পতিপরায়ণা সুনীতিকে অরণ্যে সমর্পণ করিয়াছি। মদীয় ঔরসজাত এরূপ সুসন্তান কিনা এ কাল পর্য্যন্ত একবার নয়নে নিরীক্ষণ করি নাই। হা পাপিয়সী সুরুচী তুই এই অত্যসকল কার্য্যের মূলীভূতা। এইরূপ অন্তঃ করণে চিন্তা করিতেছেন; এমত সময়ে সুনীতির সন্তা- নের আগমন বার্ত্তা অন্তঃপুরে সুরুচীর কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রেই অতীব সত্বর তথায় আসিয়া ভূপ ক্রোড়ে শিশু অবলোকনে ক্রোধে কম্পমানাকায়া ভূপ সদনে ক্রত

পদ নিঃক্ষেপনে প্রকাণ্ড ভবনে স্বামি সদনে ধাবমানা হইলেন অবিন্যাস কুন্তলা, দারুণ চঞ্চলা, গরলময় বচনা, ঘূর্ণিত লোচনা, ঘনং নিঃশ্বাস পবন বহনা, লজ্জাভয় হীনা, সঘন উভয় বাহু সঞ্চালন পূর্ব্বক অসহ্য কর্কশ স্বরে ভয়ানকাকারে উত্তানপাদ নৃপবরে ডাকিয়া কহিলেন। হে মহারাজ! তুমি কাহার তনয় ক্রোড়ে করিয়াছ। ও মূঢ়মতি ও জ্ঞান হীন, অদ্য যে তোর নরক গমন কারণ তদীয় সূত্র ধারণ করা হইয়াছে, ও অবিবেচক ভ্রান্ত কান্ত! তুমি কি একেবারেই বিচার শক্তি বিভ্রম পথে প্রেরণ করিয়াছ, যে সুনীতিকে অদ্য দ্বাদশ বৎসর অধিককাল অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছ, বল দেখি তবে এই সন্তান কাহার ঔরসে উৎপন্ন হইল। রাজা ইহা শ্রবণে মনেং মৃগয়া করিতে যাওনের দিবস আর ধ্রুবের অবয়বানুসারে বয়স বিচারে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় প্রাপ্ত হইলেন না, কিন্তু মুখরা মহিষীর নিকট ত্রাসে বাক্য করিতে পারেন না, সকম্প শঙ্কিত হইয়া ধ্রুবকে কহিলেন। হে বৎস, তুমি শীঘ্র তোমার অরণ্যাশ্রয়া গর্ব্ভধারিণী সমীপে গমন কর, এখানে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিও না। ধ্রুবের সাধ্য কি, যে অনায়াসে সেই প্রবলা দুঃশীলা বাঘিনী স্বরূপিনী রাণীর দুর্ব্বাক্য শ্রবণ না করিয়াই পলায়ন করিবেন। ক্রমে উত্তানপাদ মহিলা মহীপালের নিকটে যাইয়া দুঃখোচিত দুর্ব্বাক্য কথনান্তর

শঙ্কা প্রকাশক শব্দ প্রয়োগ করিলেন। হে কান্ত জ্ঞান রহিত পশু রাজ! ঐ সন্তান যদি পুনর্ব্বার তোমার নিকট আসিতে দৃষ্টি করি তাহা হইলে তোমার রাজ্য খণ্ড মৎকর্ত্তৃক লণ্ড ভণ্ড হইবে।

তখন ধ্রুব প্রতি ঈর্ষানলে দহ্যমানা হইয়া অনম্র কাক কণ্ঠাস্বরে বিষম বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ওরে ভবন বর্জিতা অরণ্যস্থিতা কলঙ্কিণী দ্বিচারিণী সুনীতি সন্তান! তোর মাতা প্রায় দ্বাদশ বৎসরাধিক নৃপ ত্যক্তা হইয়াছে। তুই পঞ্চম বৎসরের শিশু রাজার ঔরসজাত কি প্রকারে অনুভব করিয়াছিস, ওরে ত্রপা বিহীন, ত্বরায় দূর হও। তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে সংমার্জ্জনি প্রহারে মস্তক চূর্ণ করিব, সেই লজ্জাহীনা সুনীতি সর্ব্ব-নাশিনী চক্ষুহীনা কোন মুখে স্বামি সন্নিধানে সুত প্রেরণ করিয়াছে? অহার গর্ব্ভে জন্মাইয়া রাজ্য পাইবার প্রত্যাশা কদাচ করিও না, তবে যদি রাজ সিংহাসনে বসিতে বাসনা করিস, তবে উপায় বলি শোন। এই অপকৃষ্ট দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার গর্ব্ভে জন্মাইলেই অবশ্য আশা সফল হইবে। তোর ঐ শরীর যদি আমার গর্ব্ভ জাত হইত তাহা হইলে আমার উত্তম নামক পুত্র কনিষ্ঠ হইত, তুই জ্যেষ্ঠ হইতিস্। যাহা হউক, তুই এখন বাটীর বাহির হ, বাহির হ। রাজা দুর্ব্বলা মহীষির ত্রাসে কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবল এইমাত্র কহিলেন,

ওরে বৎস ধ্রুব! আমি কহিতেছি তুমি সত্য মদীয় সুত। ও সমস্ত সপত্নী স্বভাবে কহিতেছে। ইহাতে তুমি ম্লান হইও না।

ধ্রুব দুঃশীলা রাণীর দুর্ব্বাক্য রূপ প্রখর তর শর প্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া নয়নে দরং ধারা প্রবহন পূর্ব্বক সঙ্গিগণের সঙ্গ সাহায্য প্রত্যাশা না করিয়া দ্রুত গমনে রোদন করিতেং কাননে মাতার কাছে উপনীত হইলেন। সেই সময়ে সুনীতি অধিক ক্ষণ সুতের অদর্শন জন্য ইতস্তত অন্বেষণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ধ্রুবের রোদন ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই দ্রুত গমনে ধাবমানা হইয়া, কেন, কেন, শব্দে সম্ভাষ পূর্ব্বক ক্রোড়ে করিলেন। ধ্রুব চিত্তস্থ দারুণ অভিমান শীঘ্র ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। মাতাকে বলিবার জন্য একটি কথা উচ্চারণ না হইতে হইতেই আবার ফুপায়েং কান্দিয়া উঠিতে লাগিলেন। সুনীতি সন্তানের রোদনে বিষম ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেনং কেনরে ধ্রুব কি কারণে রোদন করিস্! কাননস্থিতা একাকিনী অনাথিনী অসহায়িনী সুত জ্ঞানে কেহ কি অবজ্ঞা করিয়াছে। কি কেহ দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে? কি কেহ প্রহার করিয়াছে? অথবা কোথায় পতিত হয়ে বপু মধ্যে বিষম বেদনা বোধ হইয়াছে? কিম্বা কোন দুঃসহ যাতনা যুক্ত পীড়া উপস্থিত হইল?

ও ধ্রুব ' শীঘ্র করিয়া বল, তোর রোদন দেখে আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না।

তখন ধ্রুব ঈষৎ ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক জননী সমীপে আদ্যন্ত সমস্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, মাতা তুমি যাহা২ অনুভবে কহিতেছ, তাহা নহে। তুমি যে ভূপতি ভবন গমন কারণ বারণ করিয়াছিলে। আমি তাহা সঙ্গিদের প্রবোধানুসারে শিশু শঙ্কা প্রকাশার্থে কাল্পনিক শব্দ অনুভব করত অত্র সেই স্থলেই গমন করিয়াছিলাম। তত্র উপনীত মাত্র মদীয়য় পরিচয় প্রাপ্তান্তর নরেশ্বর বহুতর প্রযত্ন পুরঃসর আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বিপুল সাদর সম্ভাষে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, -ইত্যবসরে ক,ক কণ্ঠা করালাকারা সেই ভূপাল মহিষী রাক্ষসী সদৃশা অন্তঃপুর হইতে দ্রুত আসিয়া আমাকে সিংহাসনে অবলোকনে অগ্রে রাজাকে যথোচিত কটু বাক্য কহিল। পশ্চাৎ আমাকে অবক্তব্য দুর্ব্বাক্য এইরূপ বলিল। ওরে লজ্জাহীন নৃপ বর্জ্জিতা দ্বিচারিণী সুনীতি তনয় তুই পুনর্ব্বার এস্থলে আইলে সংমার্জ্জনী প্রহারে তোর মস্তক চূর্ণ করিব, কদাচ এখানে আসিস্ না। যদি রাজ আসনে উপবেশনে অভিলাষ থাকে, তবে সেই অভাগ্যবতী প্রাণপ্রিয়সীর গর্ভজাত কলেবর পরিবর্জ্জন পুরঃসর মম ন্যায় সৌভাগ্য বিশিষ্টা মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিস্, তাহাতে মহীপাল প্রবলা মুখরা বনিতার

তাড়নায় ত্রাসান্বিত হইয়া আমাকে শীঘ্র ক্রোড় হইতে নামাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, রে বৎস ধ্রুব! তুমি ত্বরায় তোমার অরণ্যস্থিতা সুনীতি জননীর সমীপে পলায়ন কর, অবশেষে আমার প্রত্যাগমন কালে আরও কহিলেন, ঐ দুঃশীলা প্রবলা মুখরা মহিষী কেবল সপত্নীর অনিষ্ট সাধন সাভিপ্রায় স্বভাব বশত তোমাকে যে দুর্ব্বাক্য কহিল উহাতে দুঃখিত হইও না।

অতএব মাতা আমি এক্ষণে সেই নৃপালয় হইতে দুঃশীলার বাক্যরূপ অমোঘ প্রখর শর প্রহারে বিদীর্ণচিত্ত হইয়া আসিতেছি। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুনীতি মনেং বিধাতাকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! তুমি আমার ললাট লিপিতে ভূমণ্ডলে যত পরিমাণে যাতনা আছে সমস্ত লিখিয়াছ! এই অজ্ঞান শিশুর এতাদৃশ অপমান শ্রবণে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বাছে বালককে প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন। ওরে বাছা ধ্রুব, ইহার নিমিত্তে তুমি আর রোদন করিও না। সে দুঃশীলা রাক্ষসী আমার সপত্নী, রাজ্য ভোগ বারিণী, দারুণ অহিত কারিণী, পাপিনী, সাপিনী তোমায় যে বিনাশ করে নাই, এই যথেষ্ট লাভ, বিপক্ষপক্ষে কেহ কখন কাহাকেও কটূক্তি ব্যতীত তার জনক ক্ষতি করে না। শত্রুর মুখে দুর্ব্বাক্য শুনিয়া রোদন বা অভিমান করিতে নাই। আমি

ইহার নিমিত্তে তোরে ভূয়োভূয়ঃ বারণ করিয়াছিলাম, এবং ইহাও বলিয়া ছিলাম। যে সেই রাজ বাটীতে সাপিনী আছে।

ধ্রুব কহিল জননী হলাহল বিশিষ্টা সাপিনী সকল সে শাপিনীর নিকট অতি সামান্য, কেন না সামান্য সর্প দংশনে প্রাণীগণে অত্যল্পক্ষণ বিষ যাতনা ভোগান্তে লোকান্তর গমন করে, এসাপিনীর দংশনে যাবজ্জীবন অসীম যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই মত মাতা পুত্রে সমস্ত দিবস অনেকানেক কথোপকথন হইতে লাগিল, শেষে ধ্রুব মাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হে মাতঃ! আমরা যে এই অরণ্য মধ্যে দীন হীন হয় যৎপরোনাস্তি দুঃসহ ক্লেশকর যাতনা ভোগ করি, ইহলোকে কি এতাদৃশ কোন ব্যক্তি নাই যে তাঁহার চরণ ধারণ করিলে শীঘ্র আমাদিগের অন্তঃকরণের অসহ্য যাতনা দূর করিয়া সৌভাগ্য প্রদান করেন।

ইহাতে সুনীতি কহিলেন আমাদিগের এ দুরদৃষ্ট দূর করিতে শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই নাই। এই শব্দ ধ্রুবের শ্রুতি কুহরে প্রবেশ মাত্রেই তাঁহার প্রেমরূপ হৃদয়স্থিত পঙ্কজ যেন প্রবাহ বিশিষ্ট সুধাময় আনন্দ সাগরে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ঐ বাক্য দৃঢ় জ্ঞানে জননীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মাতঃ, সেই শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ কোথায় বাস করেন? তাহার সহিত আমাদিগের কি সম্পর্ক আছে? তিনি যদি এই দুঃসহ দুঃখ দূর করিতে পারেন, তবে আমি তাহার চরণ ধরিয়া এই কুটীরে আনয়ন পূর্ব্বক এই সমস্ত দারুণ যাতনা যুক্ত দুঃখ, বাক্যে বর্ণন করিব, তবে আমাদিগের এদুঃখ দৃষ্টি করিলেই অবশ্যই দুঃখাবসান করিবেন।

সুনীতি বলিলেন শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্যাপী, সর্ব্ব সংসারস্থিত প্রাণী মাত্রেরই পিতা, একারণ তাঁহার আর এক নাম লোকে জগৎপিতা কহে। ধ্রুব কহিল, হে মাতঃ, এই কথায় যে মনে এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়, উত্তানপাদ মহারাজার দুই বনিতার দুই পুত্র, একজন উত্তম নামক সুরুচী সন্তান, অন্য জন তোমার গর্ভ জাত আমি, মহারাজ দুই জনের পিতা হইয়া একের প্রতি সানুকূল, অন্যের প্রতি প্রতিকূলাচরণে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখে দুঃখিত হইলেন না। শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ জগৎপিতা হইয়া আমাদিগের দুর্গতি দূর করিবেন, ইহা যে মনে লয় না। সুনীতি কহিলেন, তিনি পরম পক্ষপাত বিহীন, অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল, পরম দয়াময়, ত্রিলোক সাধ্যাতীত বিচারে সূক্ষ্ম বিচারপতি, ধ্রুব কহিলেন, যদিও তিনি

সর্ব্বব্যাপী, তথাচ আমি তাঁহার এক নির্দ্ধারিত স্থান শ্রবণাভিলাষী, যে স্থল হইতে লোকে অভিযোগ করিবা মাত্রেই অনায়াসে তাহার শ্রবণ গোচর হইতে পারে। সুনীতি বারম্বার বালকের ব্যাগ্রান্তঃকরণে শ্রীপদ্ম পলাশলোচন কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসায় মনের বিবেচনা করিলেন। এই হীন বুদ্ধি শিশুমতি জগদীশ্বর যে কি পদার্থ তাহা বুঝাইলেও বুঝিবে না। শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণকে সামান্য মানব ভাবিয়া যদি তাঁহার অন্বেষণ জন্য ইতস্ততঃ গমন করে, তাহা হইলে বিপথে গমন করিয়া জীবন হারাইতে পারে, অতএব আমার এক্ষণে উহাকে যথোচিত ভয় প্রদর্শন করান উচিত। এইরূপ অন্তঃকরণে অশেষ বিতর্ক করিয়া কহিলেন, সেই শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ দুর্গম নির্জ্জন নিবীড় গহন অভ্যন্তরে সতত বসতি করেন, তাঁহার বাস স্থান চতুষ্পার্শ্বে সিংহ শার্দ্দূল মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, শাখা-মৃগ, উল্লুক, ভল্লুক, বিবিধ বিষধর প্রেত, পিশাচ, শাখিনী, ডাকিনী, যোগিনী দৈত্য প্রভৃতি পরিবেষ্টিত আছে। তথায় মনুষ্যের গমন সাধ্য কোন ক্রমে নাই। বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি ধ্রুবের চিত্ত ক্ষেত্রে বিষ্ণু ভক্তির অঙ্কুর উদিত হইয়াছে! তবে মাতার মুখে এতাদৃশ ত্রাস জনক বাক্যে ধ্রুব শিশু কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কুচিত হইলেন না। একান্ত মনে মাতার কথা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া

সেই ত্রিভুবনের নিবাসিগণের দুর্লভ শ্রীবৎস, স্বর্ণ, মধ্যে সেই রূপেই রাজলক্ষ্মীকে ধ্রুব রাজিনীকে পোষণ করিয়া অদ্য-মেয় পক্ষের বর্ত্তমান হইবেন। ক্রমে যামিনী আগতা, সুনীতি তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া কুটীর মধ্যে শয়ন করি-লেন; ক্রমে রজনী গভীরা পৃথিবী নিস্তব্ধা; সকল প্রাণীই নীরবে নিদ্রাগত; কেবল মধ্যে মধ্যে দূরস্থ কোটি বর্গের সম্পত্তিরক্ষণের নিমিত্তে জাগ্রত নিশাচরগণের উচ্চৈঃস্বর শ্রবণ হইতে লাগিল। ফেরুর বৃক ভল্লুক শৃগালধ্বনি, রাত্রিচর পক্ষিগণে শন শন শব্দে ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান, তরুবর শাখায় ভেক ঝিল্লিকা সকল সদা আনন্দময় আহ্লাদে অন্তরে অনাতীত স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। কুটীর বহির্ভাগে মূষিক সকল আশীবিষ দর্শনে বিষম ব্যাকুলচিত্তে খি খি শব্দ প্রকাশ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল। এমত সময়ে ধ্রুব জননীর উৎসঙ্গ হইতে কপট নিদ্রা পরিত্যাগ করত গাত্রোত্থান করিলেন। এবং যষ্ঠি গ্রহণ আপন মাতা সুনীতিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিভাব পূর্ব্বক মনের সংকল্প করিয়া কহিলেন। হে মাতঃ! তোমার ধ্রুব শ্রীপদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে যাত্রা করিল, যদি সেই দয়াময়ের দর্শন পায়, তবে প্রত্যাগমন করিবে, নতুবা এই জন্মের মত বিদায় হইল। এই বলিয়া ধ্রুব কুটীরের দ্বার মোচন করিয়া বহির্গত হইলেন।

তৎপরে উচ্চবেগে উচ্চৈঃস্বরে, শ্রীপদ্ম পলা
লোচন কৃষ্ণ২ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক অবশেষে নিবীড় গহ
উপনীত হইলেন। সে স্থলে জন মানব নাই কে
একাকি কোথা২ শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ কোথা।
পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ এইমাত্র ধ্বনি করিয়া চতুর্দিক
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদি কোন বৃক্ষ হইতে
পত্র বিগলিত হইয়া পড়ে, অমনি সেই দিকে অ
ধাইয়া কহিতে লাগিলেন। ওহে দয়াময়, তুমি কি আ
গমন করিতেছ, তখন শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি যাহারা তাঁহ
অগ্রে বা পশ্চাতে গমন করে, তাহাদিগকেই পদ্মপলা
লোচন কৃষ্ণ বলিয়া তাহাদের চরণ ধারণ করিতে ধা
বমান হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বিফলে ভ্রমণানন্তর কাহারে
দেখিতে না পাইয়া বলিলেন। ওহে পদ্মপলাশ লো
কৃষ্ণ, আমার মাতা যে তোমাকে দয়াময় কহিয়াছে
কি তোমার দয়ানুভাব। আমার অনাথিনী দুঃ
খিনী দুঃখিনী মাতা এতক্ষণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া
আমাকে দেখিতে না পাইয়া কত রোদন করিতেছে
তুমি সত্বরে আসিয়া দেখা দেও, তো
মার মাতার নিকটে লইয়া যাইবে, আমি তুমি
তুমি দীনজনের দুঃখ দূর করিয়া থাক, এক্ষণে
যদি সদয় না হইলে দুঃখ দূর করিয়া দিবে

ংশক বুদ্ধি করদেহ তুমিই মূর্ত্তিমান্ ব্যাঘ্র হইয়া। এমত কালে ধ্রুব বনেং ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে এক ব্যাঘ্র ধ্রুবের বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মধুরাকারে বিচিত্রিত বপু বিশিষ্ট ব্যাঘ্র ধ্রুবকে দেখিয়া ব্যাদান বদনে বিকশিত দশনে নবীন কমল মৃণাল সদৃশ লোলরসনা করিয়া এবং তাহার সমীপে শিকার উন্মুখভাবে জ্বলিত অগ্নি সদৃশ লোচন, সঘন নিশ্বাস দেখাতে পুনঃ পুনঃ স্ফুট উর্দ্ধকৃত পশ্চাদংশ লম্ফনপূর্ব্বক দিয়া রক্তিম ঘোর হুঙ্কার স্বরে চটপট শব্দে পুচ্ছদেশ আছাড়ন পূর্ব্বক ঐ শিশুকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ধ্রুব বালক ব্যাঘ্র কখন দৃষ্টি করেন নাই, তাহাকেই কমলপলাশলোচন কৃষ্ণ ভাবিয়া তাহার সম্মুখে ধাবমান হইতে উদ্যত হইলেন। ব্যাঘ্র তখন যেই ধ্রুবের প্রাণসংহারে উদ্যত হইল অমনি অবলোকন করিল। সেই এক জন কদাকার ভয়ানক অবয়ব গুম্ফরোমাঞ্চিত মস্তক, কুলাল চক্রের ন্যায় চক্ষুঃ লোচনাধিক উজ্জ্বল বিরাট মূর্ত্তিতে দুই হস্তে গদা ধারণ করিয়া হিংস্রক পশুর মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যত। তখন সেই ব্যাঘ্র ভীত প্রাণ লয়ে পলাইল।

ভগবতের লোকবাসী ভক্তবৎসল শ্রীনারায়ণ বালকের ঐকান্তিকচিত্তে আহ্বানে আপনি অন্তর্য্যামী তিনি জানিয়া বালক ধ্রুবকে বিপদে রক্ষিবার কারণ প্রেরণ করিলেন, কারণ তিনি তাহা নিরোধার্থে পূর্ব্বে তিনি

সেই শিশু সমীপে স্বয়ং দুর্গম গহনে সমাগত হইলেন ধ্রুব দেবর্ষিকে দর্শন মাত্রেই পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিতে চাহিলেন, নারদের অতি শিশু বালকের এতাদৃশ ভক্তি দৃষ্টি করিয়া আর প্রেমাশ্রু পতনের নিবারণ রহিল না।

অনন্তর সম্ভাষণ করিলেন, ওরে ধ্রুব আমি তোর পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ নহি, তোকে আমি তো স্বীয় প্রবর্দ্ধিতাভিলাষী সম্বন্ধ, আমি অগ্রে এই জিজ্ঞাসা করি, তুই এতাদৃশ অল্প কালে [illegible] কি নিমিত্ত শঙ্কা শূন্য চিত্তে পদ্মপলাশ লোচনাবধারণায় আগমন করিয়াছিস্, তাহা শুনিয়া ধ্রুব আপনার অন্তঃকরণস্থ বিমাতার জনিত অভিমান, ও মাতা পুত্রে অন্নাভাবে অসীম যাতনার পরিচয় দিয়া দুর্গতি দূর কারণ বাসনা বিজ্ঞাপিত করাইলেন, নারদ শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে সজল নয়নে বারম্বার স্তুতি সন্নিধানে [illegible] বোধ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব সে বাক্যে মনোযোগ করিলেন না। পুনর্ব্বার দেবর্ষি কহিলেন, ওরে ধ্রুব তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি [illegible] করিয়া তোর [illegible] পুত্রের [illegible] দুঃখ দূর করিয়া [illegible] করিয়া [illegible]। ধ্রুব কহিলেন না [illegible] আমি [illegible] তাহাকে কি [illegible] পাইব [illegible]

দণ্ড, নারদ কহিলেন ওরে অজ্ঞান বালক কেবল যোগী ঋষি জন্মে গলিত পত্র ভক্ষণে যুগ যুগান্তর আরাধনা করত শরীর পতন পূর্ব্বক যাহাকে পায় না। তুই কি রূপে সেই অনায়াসে লাভ করিবি।

ধ্রুব কহিলেন, হে প্রভো! আপনি আমাকে অদ্য পদ্মপলাশ লোচন পাইবার প্রতিবন্ধক পন্থা প্রদর্শন করাইবেন না, আমি এখন কি প্রকারে শীঘ্র দেখা পাই তাহার উপায় বলুন, দেবর্ষি নারদেন্দ্র নিতান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া উপায় বালক কালিন্দী নদীর বর্ত্তিনী যমুনা মাধব ঘাটেতে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। অজ্ঞান বালক কি প্রকারে স্নান করিতে হয় কিছুই অবগত নহে, তৎস্থানে নারদ স্বয়ং অঞ্জলিতে জল গ্রহণ করত স্নান দ্বারা শুচি করাইয়া নম্রাভাবে তিলক উত্তরীয় ছিন্ন খণ্ড খণ্ড পুনরু পরাইয়া কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র প্রদান করিলেন।

নারদ ঋষিবরেন্দ্র বৈষ্ণবকে যমুনার মৃত্তিকা দ্বারা যে অলকা তিলকা দিয়া ও কপীন পরাইয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন। ধন্য রে সুনীতি সতী, তুই অদ্বিতীয় বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি প্রসব করিয়াছিস্, যে রাজা তোরে অবজ্ঞা করিয়াছে, সেও এই এক বৈষ্ণব দ্বারা তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ সমস্ত পৌরুষ হারিয়াছে, যে বংশে এক জন প্রকৃত

উপদেশ করেন, সেই কালের উক্তপ্রকার মন্ত্রসমূহ উচ্চার করে, এই বলিয়া নারদ ধ্রুবকে মধুবনে বিষ্ণুর আরাধনার রীতি নীতি শিখাইয়া যোগে বসাইয়া নিজ স্থানে গমন উ-দ্যোগী হইলেন, এমত সময়ে মহাত্মা ধ্রুব নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে প্রভো, আপনি যে আমাকে মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, তাহাতে সাধনের সময় হইল বটে কিন্তু কি রূপ ধ্যান করিব, সে বিষয়ের উপদেশ দিয়া কৃতকৃতার্থ করুন।

দেবর্ষি বলিলেন ধ্রুবরে, তোর যে এপর্য্যন্তে বোধ হইয়াছে, এতক্ষণ আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই, তোরে শিক্ষা করিয়া আমি ধন্য হইলাম, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক সেই জগৎ পিতার রূপ শ্রবণ কর।

বিষ্ণু রূপ বর্ণন।

মনোহর শ্রীবৎসাঙ্ক, ঘনশ্যাম, বনমালী, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধৃত চতুর্ভুজ কিরীট শিরে বিরাজিত, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে কেয়ূর, হস্তে বলয় গ্রীবাদেশে কৌস্তভ মণি শোভিত, পীত বস্ত্র পরিধান, চরণ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত কাঞ্চনাভরণ ভূষিত, অনিবার রুনুঝুনু নূপুরধ্বনি বিশিষ্ট এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ তোমারে শীঘ্র বর প্রদান হউন, অনন্তর ধ্রুব কহিলেন আমি এই ধ্যানে হরিকে আরাধনা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় নিবেদন রাখি আমার দুঃখিনী জননীকে জানাইবেন দেবর্ষি তথা

বলিয়া তথা গমন করিলেন। ধ্রুব মহাশয় তাঁহার চিত্তে যোগে উপবেশন করিলেন।

এস্থলে কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে প্রবোধিতা সুনীতি শিশু সন্তান সমীপে অনুপস্থিত দেখিয়া বিষম ব্যাকুলাকারে বসনহীনা পাগলী সদৃশা শিরস্তাড়নে কুটীর বহির্ভাগে বহির্গতা হইয়া দশদিক্ শূন্যাবলোকনে সজল নয়নে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে শিশু সন্তান ধ্রুবকে প্রতিক্ষণে আহ্বান, ও মানসীক যাতনা বাক্যে ব্যক্ত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ওরে অসহায়িনী দুঃখিনী সুনীতির মাত্র ধ্রুব ধন। এই গভীর রজনীতে কোথা গমন করিয়াছিস্, তোকে নিকটে না দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শীঘ্র দেখা দিয়া জননীর হৃদয়স্থ প্রজ্বলিত পাবক রাশীতে বারি প্রদান কর, যদি কোন নগরস্থ বালকের সুচারু বসন ভূষণ দৃষ্টে পরিধান বাসনায় অভিমান হইয়া লুক্কায়িত থাক, তাহা এই দুঃখিনী মাতার প্রতি করা সম্ভব হয় না, আমার সে সাধ্য নাই যে অভিধান করিলেই অর্পণ করিতে পারিব, ওরে দুঃখিনীর অকূল সমুদ্রের তুই মাত্র তরী, কি জন্য অদর্শন হইলি, তুই ভিন্ন আমার আর অন্যোপায়ের পন্থা নাই, অদ্য সমস্ত দিন তুই অন্নপান এবং ফল মূলাদি কিছুই ভক্ষণ করিস নাই, তাহাতেই ক্ষুধাতুর হইয়া মাতার প্রতি কি অভিমান করিয়াছিস! যেন

অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ কোন মতেই হইতে পারে না, তুমি আপন ইচ্ছাক্রমেই এ কার্য্য করিয়াছ, আমি বরং তাহাতে অনেক নিষেধ আমার জন্য অনুরোধ করিয়াছি; অতএব যদি দুর্ম্মতি ভবনে দুর্ম্মতি পাপীয়সী কুটনীর দুর্ব্বাক্যে অনুসরণপূর্ব্বক এপর্য্যন্ত দূর না হইয়া থাকে, তবে সে অসুখ নিবারণ চেষ্টা করিব, তুমি সুবোধ বালক হইয়া বিমাতার দোষে আপন মাতার সং [illegible] কেন কর? কিন্তু যদি আমা কর্ত্তৃক কথিত দুঃখ নিবারণকারী পাপনাশন মোচন কৃষ্ণের অনুসন্ধানে [illegible] হইয়া থাক, তবে সত্বরে কুটীরে আগমন কর। সে সময় আমি মিথ্যা বাক্য কহিয়াছি। এইরূপে ধ্রুব [illegible] [illegible] বাক্য আড়ম্বর, পাগলিনী প্রায় অরণ্যমধ্যে কোন পশু কর্ত্তৃক শুষ্ক পত্রোপরি পদার্পণ শব্দ শ্রবণ মাত্রেই সেই দিকে ধ্রুব আসিতেছিল বলিয়া ধাবমানা হইতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে অরণ্যবাসী সকলেই ধ্রুব [illegible] [illegible] বালকের অদ্ভুত কার্য্যে নিতান্ত বিস্ময় করিয়া কেহই অবধান পাইল না। এ দুঃখে উত্তানপাদ মহীপাল নিতান্ত [illegible] করিয়া মনো মধ্যে [illegible] ক্লেশ আক্ষেপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেবর্ষি সেই [illegible] ভুবন আগমন করিলেন।

হে মুনে! ত্রিলোক পূজ্যবর দেবর্ষিকে [illegible]

পণ করিয়া যে সময় কুমারগণ কাপুরুষে , সম্বোধিত সভায় সূচক সভাতে অন্তর উপস্থিত ক্ষত্রিয়কুমারদিগকে আকি-বারণ জন্য স্বয়ম্বরসভার দ্বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই প্রেরণা ! মম বনিতা কামলতিকা কুমারিকা মৃত পুত্র শত কন্যা দিবনে এক বার এই সভায় আসিতে উপস্থিত হইয়া অপরাপর রাজগণ তাহাকে তিরস্কার করাতে দারুণ অভি-মানী হইয়া নিশাযোগে অন্তর্ধান হইয়াছে। অতএব আপনি ত্রিলোকনাথ দ যক, অনুগ্রহ করিয়া সেই শি-শুর সন্ধান বলিতে পারেন? নারদ বালক ক্রোধমত্ত হইয়া কহিলেন, হে অজ্ঞান পাপিষ্ঠ রাজন! তুই স্বয়ং ষড় কাঞ্চনে অন্ধ, রাজগণ যাঁহার শুশ্রূষিকে প্রেমানন্দ, কুমারো আত্মা, সুরগণে অশ্রু দ্বারা মুখকে পুরস্কার, পাপিষ্ঠ তিরস্কারকরা স্বভাবে দোষ রচিত অলোকরূপ সংসার শিশুকে অরণ্যে পলায়নে অনুমতি করিতে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইলি না, ধিক্‌ ধিক্‌ তোরে আর কি বলিব, তুই সামান্য বালক মতে যে শত রজনীর পৌনঃপুনে নন্দনে হরি আরাধনার যোগে নিয়োগ হইয়াছে। তাহার অং-হংকে ব্রহ্মপ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া আসিয়াছি।

রাজা স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া নারদকে কহি-লেন, আমি পরম প্রায় শুনিলাম, কামলতিকা হিংসিকা কুমতি সন্তানের সন্ধান না পাইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছে, আপনি কৃপা করিয়া এই বার্তা যদি

সেই তনয় অদর্শনে বিষমতাপে তাপিত রমণী সমীপে যাইয়া কহেন; সুখী হইলে সে আনন্দ সাগরে মগ্না হইবে নারদ কহিলেন, আমি সেই সুনীতি সন্নিধানেই গমন করিতেছি, তোমাকে বলিবার জন্য আগমন করি নাই এবম্বিধা সুনীতি সামান্য মানবী নহে; যখন ধ্রুব আসিয়া তাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন সে পুনি তিনি জগৎ মাতা হইয়াছে, তুমি অনাদর করিলে তাঁহার কিয়ৎপরিমাণেও হানি হইবে না, অদ্য হইতে ত্রিলোকের বিশ্ব সম্প্রদায় ধ্রুব মাতাকে মাতা বলিয়া তাঁহার পদ পূজা করিয়া পরিতোষ জন্মাইবে, এই বলিয়া নারদ শীঘ্র কাননস্থিতা দুঃখ সন্তাপতাপে চৈতন্য বিহীনা দীনা ক্ষীণা মলিনা বেশ বর্জ্জিতা ধরা পতিতা সাধ্বী সুনীতি সমীপে যাইয়া বিনয় বাক্যে মাতৃ সম্ভাষে কহিলেন, হে মাতঃ সুনীতি! তুমি আর ধরাতলে পতিতা থাকিও না, উঠ, তোমার ধ্রুব বালক কুশলে থাকিয়া মধুবনে হরি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সত্বরেই সিদ্ধ হইবে আমি তাহাকে দীক্ষিত করিয়া তোমাকে এই শুভ সম্বাদ অবগত করাইতে আসিয়াছি, সুনীতি ধ্রুব শব্দ শ্রবণ মাত্রেই মোহাবিষ্টাবস্থায় ধরা হইতে গাত্রোত্থান করত নারদের চরণ ধরিয়া সজল নয়নে ব্যগ্রতা সহকারে বারম্বার ধ্রুব বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে আরম্ভ করিলেন, হে প্রভো! আমার ধ্রুব কি জীবনে জীবিত আছে? আমি মনে

ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, তুমি তাহাকে বিনষ্ট না করিলে [illegible]
দিয়াছে, আপনি আমাকে বিনষ্ট করিতে [illegible] বল-
য়া আসিয়াছেন, অতএব ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্ত হইলে
ও তাঁহাকে আহারের নিমিত্ত এবং প্রাণীর যদি প্রয়োজন
হয়, অতএব অতএব আমাকে সেই যুদ্ধে [illegible]
ইহা উচিত, নাহয় করিবেন, তোমার এ পক্ষে চিন্তা
বিষয়ে বিষয় নাই। হে হরিনারায়ণ প্রভো প্রবৃত্ত হই-
য়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় [illegible] তাহার নিকটেও আসিতে
হয় না। যদি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তাহার তথা বিষ
[illegible] তুমি এই [illegible] কিঞ্চিৎ মাত্র যুদ্ধ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]
[illegible] [illegible] অনেক প্রকার [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] নরের [illegible] [illegible] যুদ্ধ করিবেন, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন, তাঁহার [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয়
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তপে প্রবৃত্ত হইলেন; অবশেষে পাকশাসন তাঁহার কিন্তী প্রতি কারিক ভার সংরক্ষণে অদ্বিতীয় লোকাতীত পা-র্থনে, স্ব স্ব পৃথিবী বক্ষণে স্বীয় পদ হারাইবার শঙ্কায় এবং কম্পিত কলেবরে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন।

বিষণ্ণ ভগ্নচিত্ত হইয়া অগ্রে শমন সূর্য্য সমীপে যাইয়া কহিলেন, হে পিতঃ, মর্ত্ত্যলোকে ধ্রুব বালক যে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছে ইহার ফলে বোধ করি আমার যমত্ব পদ গ্রহণ করিবে, তপন বলিলেন, আমি তোমাপেক্ষা চিন্তাযুক্ত আছি, পাছে ধ্রুব বিষ্ণু নিকটে ত্রিলোক দীপ্তিকর পদ প্রার্থনা করে, চন্দ্র বলি-লেন, চন্দ্র বলিলেন, তোমার ও প্রাণরক্ষার কর বিতরণের পর ধ্রুব যাওয়া না করিয়া আমার এই সুশীল দীপ্তি প্রকাশিকা পদ লইতে পারে। অগ্নি কহিলেন বহু দিব-সাবধি উহার মাতার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইয়াছে, একারণ অনল প্রতি ক্রোধ করিয়া আমার পদ লইবার সম্ভব, বরুণ বলিলেন, বহু দিন পর্য্যন্ত উহার মাতার দুঃখে চক্ষে অনবরত বারি পতন হইয়াছে, অতএব বারির প্রতি ক্রোধ করিয়া উনি বারীশের পদ অবশ্যই লইবে, বায়ু কহিলেন, তোমরা উত্তমরূপ ভাবিয়া চিন্তা করিতেছ; আমাকে এখনি নিশ্চিত আটকাইবে, চন্দ্র কহিলেন তোমরা কেহই ভাবিত হইও না, উহার জন্যই

ক্লেশকর তপস্যা বলে ইন্দ্রত্ব পদ যাইতে অন্যা পদ ক-
মনা বিবেচনা হয় না। এক্ষণে আইস আমরা সকলে
উহার তপে বিঘ্ন জন্মাইবার উদ্যোগ দেখি, এই মন্ত্রণা
অবধারিত করত সকল দেবেই ক্রমে যোগে হানি
জন্মাইবার জন্য অশেষ বিশেষ রূপে উপায়ান্বেষণ করি-
লেন। কিন্তু কাহারও আশা পূর্ণ হইল না, অবশেষে সুর-
পতি তিলোত্তমা নামধেয়া স্বর্গ বেশ্যাকে আহ্বান করিয়া
ধ্রুবের যোগে বিশিষ্ট বিঘ্ন জন্মাইতে আদেশ করিলেন,
তিলোত্তমা, দেবরাজের আজ্ঞা শিরঃ ধার্য্য পূর্ব্বক তাহার
অভীষ্ট সাধনার্থে মর্ত্ত্যলোকে ধ্রুব সন্নিধানে যাইয়া যোগে
বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য যুবক জনের মনোহরণ রূপ ধারণ
করিলেন, অপরূপ সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কুন্তল কুমকিনী বিনী
বেণী বিনাইয়া যোজন মোহিত কর মনোহর গন্ধ দ্রব্য
সংলগ্নে কবরী বন্ধন করিলেন, ও তাহাতে সূক্ষ্ম স্বর্ণ
সূত্রে ক্ষুদ্র বকুল ফল সদৃশ স্বর্ণ খণ্ড পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত
দোলায়মান করিলেন। উজ্জ্বল কজ্জলাক্ত বঙ্কাকারে
সুচিক্কণ যুগ্য ভ্রূ অসংখ্যা কন্দর্প শর পূর্ণিত নেত্র যত্রবারি
বহ্নি, বিষ, সুধা, একত্রীকৃত থাকিয়া পরস্পরে বৈরিভা-
বাভাবে যুগপৎ বীর্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, সুগঠন
দৃষ্টি সুনাসা নানা সুধাংশু রূপ বদন মণ্ডলে নিয়ত
উদিত, সুগঠিত গ্রীবা সুদৃশ্য বক্ষঃ স্থলে দাড়িম্ব আকার
কুচ চিত্ত [illegible] ক্ষীণ কোটি কর [illegible] [illegible]

কোমল২ হস্ত দ্বারা গণ্ডদ্বয় পুনঃ২ মুছিয়া উর্দ্ধে উত্তো-
লনে চক্ষু যুগল আচ্ছাদিত বদনে বিগলিত অবিরত
প্রবহমানা হইলেন, মধুময় উষ্ণঘর্ম্ম গদগদ ধীরে২
মৃদু স্বরে সুধাময় বাক্য বিচিত্র বাস পরিধানা, আপদ মস্তক
পর্য্যন্ত ভূষণে ভূষিতা হইয়া হাব, ভাব, লাবণ্য কটাক্ষ
বাণে ধ্রুব প্রতি লক্ষ করত থমকে২ অচল স্থির চমকে
ঝমর২ শব্দে মর্ত্ত্যলোকে মধুবনে উপনীতা হইলেন,
যথা সাধ্য নিজ পরাক্রম প্রকাশ পরায়নাভাবে ক্রমে
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু যোগীর নিকটে যাইয়া তাহার অব্রু-
অব অবলোকনে নৈরাশে মানমুক্ত হইয়া কহিলেন,
হে দেবগণ, তোমাদিগের যে এতাদৃশ মত ভ্রষ্ট হইয়াছে,
আমি এতদিন ইহা অবগত ছিলাম না, এ পঞ্চম বর্ষীয়
বালক আমার মহিমা কি বুঝিতে পারিবে, যাহার মস্তক
নাই তাহার শীরঃ পীড়ার শঙ্কা কি! অন্ধের স্বচ্ছ কি
দর্পণে বদন বীক্ষণ করিতে পারে। যে ব্যক্তির হস্ত
নাই সে কি প্রকারে অনামিকা অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি ধা-
রণ করিবে। দেবতা সকলে নিজ চক্ষে ইহাকে দেখিয়া
গিয়া আমাকে কি বিবেচনায় ইহার স্থানে পাঠাইলেন
এই বলিয়া তিলোত্তমা সুরপুরে প্রত্যাগমন করত প্রথা-
চিত ইন্দ্র দেবকে তিরস্কার করিলেন।

তখন দেববর্গ বালকের তপে কোন রূপেই বিঘ্ন
জন্মাইতে না পারিয়া অন্তঃকরণে চিন্তা যুক্ত হওন জন্য

গোলকধামে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন ভবনে অভিযোগ কা-
রণ গমন করিলেন, তৎকালে সে স্থলে বিষ্ণু বিনা মহা-
লক্ষ্মী একাকিনী কমলাসনে বিরাজমানা থাকিয়া সুর
গণে সাদরে সম্ভাষ করিলেন। ও সম্মানভাবে অকস্মাৎ
আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবতারা উপস্থিত
বিপদ বিবরণ বিজ্ঞাপিত করাতে দেবী কহিলেন। কর্ত্তা
অদ্য কয়েক দিবস হইল এই বৈকুণ্ঠপুরীর উদ্দেশে আ-
হার নিদ্রা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ধিষণ ব্যাগ্রান্তঃকরণে কি
এক সত্বর সাধনের প্রকাণ্ড কার্য্যে নিয়োজিত আছেন,
তাহা বলিতে পারি না, আলয়ে আসিয়া সময়ে স্নান,
সময়ে ভোজন, সময়ে নিদ্রা যাইতে পারেন না, এই
মাত্র দেখিতে পাই, দেবগণ দারুণ ব্যাকুলভাবে দেবীর
কৃপানুসারে সেই উদ্দেশেই সত্বরে বিষ্ণুর নিকটে
গমন করিলেন।

তত্র সকলে উপনীত হইয়া কমলাপতির দর্শন পাইয়া
প্রণিপাত পূর্ব্বক অগ্রে ইন্দ্রদেব করপুটে কহিলেন,
প্রভো, আমি দেবরাজ আপনকার নিকটে কোন
অভিযোগ জন্য আসিয়াছি; তখন বিষ্ণু বিশ্বকর্ম্মাকে
লইয়া এক অদ্ভুত প্রকাণ্ড পুরী নির্ম্মাণে এত ব্যস্ত ছি-
লেন যে অন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থিত হইলেও
তাহাতে মনোযোগ দিতে ছিলেন না; কখন সৌধশেখর
দেখিতেছিলেন; কখন সৌধ নিম্নে স্বরূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন,

তত্ত্বাবধারে আগমন, কখন এতৎ শোভা দর্শন, কখন কোন স্থল অসম্পূর্ণ জন্য পুনঃ তৎকরণ আদেশ করিতে ছিলেন, কোন স্থলে স্তম্ভ স্থাপন, কোন স্থলে বৈদিক নিয়োগে অনুমতি দিতে ছিলেন। এইরূপ সেই পুরীর ইতস্ততো পর্য্যটনে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর শ্রান্তত্ব, স্পর্শনেও সাবকাশ ছিল না, পুনঃ২ ইন্দ্র কহিলেন, প্রভো আমি দেবরাজ! বিষ্ণু কহিলেন, হে বিশ্বকর্ম্মন ঐ স্থানে পদ্মরাগ মণি স্থাপন কর, সূর্য্য কহিলেন আমি সূর্য্য, বিষ্ণু কহিলেন ঐ স্থানে অয়স্কান্ত মণি দিলেই ভাল হয়। বরুণ কহিলেন আমি বরুণ, বিষ্ণু কহিলেন, উহু ঐ স্থান টা ভাল হইল না, শেষে অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রদেব বহু যত্নে ভগবানের সমীপে যাইয়া কহিলেন, প্রভো, আমি এক অভিযোগ জন্য আসিয়াছি সে কথা পশ্চাৎ কহিব, এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা করি, আপনি এই পুরী নির্ম্মাণ জন্য এপর্য্যন্ত কেন ব্যাকুল হইয়াছেন? বিষ্ণু কহিলেন, "ধ্রুব নামক বালক লোকাতীত কঠোর তপস্যায় আমাকে পরিবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, আমি তাহার স্থানে অবস্থান জন্য না যাইয়া থাকিতে পারি না"।

[illegible] অগ্রসর সমস্ত দীক্ষা ক্রিয়ানন্তর যথাসময় কালে বৈকুণ্ঠধাম হইতে অভ্যাগত হইলেন। তখন শ্রীর হুংস বাহিনী অগীত, অনুরূপা শালিনী কমলাদেবী

সুমধুর সম্ভাষে সর্ব্ব কর্ত্তা নিজ ভর্ত্তাকে এপ্রকার ব্যাকুলের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণু বলিলেন, মর্ত্ত লোকস্থ উত্তানপাদ মহারাজার সুনীতি নামধেয়া ত্যক্তা বনিতা অরণ্যস্থিতার ধ্রুব নামক পঞ্চম বর্ষীয় বালক দুর্গম কাননে আমাকে কঠোর তপস্যায় আরাধনা করিতেছে, আমি তাহার তপোপযুক্ত অন্য কোন পদ বা সম্পদ সামান্য বিবেচনা করিয়া গোলোকোপরি ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ করিতেছি, এই সমস্ত দেবতাগণ ধ্রুবের তপ প্রভাবলোকনে দারুণ শঙ্কাযুক্ত হইয়া মৎসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক স্বীয়২ পদ সংরক্ষণের অভিযোগ করিতেছেন, পাছে আমি ইহাদিগের কাহার পদ ধ্রুবকে প্রদান করি, কিন্তু ধ্রুবের অতুল তপের তুল্য ইন্দ্য পুরস্কার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার গোলক পুরীও যোগ্য নহে, দেবী কহিলেন, বালক ধ্রুব মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম নির্জ্জন কান্তার মধ্যে কত দিন আসিয়াছে? বিষ্ণু বলিলেন, পঞ্চমাস প্রায় গত হইল তাহাতে কমলা অধীরা হইয়া পতিপ্রতি কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন, তোমার চিত্ত কি পাষাণাপেক্ষাও কঠিন, আহা মরি! কাননস্থিতা একাকিনী অসহায়িনী দুঃখিনী সুনীতির মাত্র এক সন্তান অদর্শনে কতই রোদন করিতেছে, সে শিশু আশু প্রতিকার ব্যতীত জীবিত থাকিবার সম্ভব নহে, তোমার চিত্তমধ্যে দয়ার লেশ মাত্র নাই, কিমৎ

পরিমাণেও থাকিতেও এতদিন তাঁহার অভীষ্ট বাসনাকে অবহেলা করিতে না, তুমি তাহার দুঃখাবসান কর বা না কর, আমি এই দণ্ডেই বৈকুণ্ঠে না থাকিয়া মর্ত্তলোকে ধ্রুব সমীপে যাইব, এবং তাহার গর্ব্ভধারিণীর মত ক্রোড়ে করিয়া কঠোর তপঃক্লেশ জন্য শুষ্ককণ্ঠ স্তন দানে স্নিগ্ধ করিব, বিষ্ণু বলিলেন, হে প্রীয়ে, আর উতলা হইবার প্রয়োজন নাই অদ্য ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ হইয়াছে, কল্য প্রাতে ধ্রুবকে বর দিবার নিমিত্ত গমন করিব, দেবগণ ইহা শুনিয়া স্বীয়২ পদ বিলোপ আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ২ আলয়ে আগমন করিলেন।

হরি হরিপ্রিয়া সহিত সুখে রজনী যাপন করিয়া পর দিবস প্রাতে ধ্রুবের দীক্ষাকর্ত্তা নারদকে আহ্বান করিলেন, পরিশেষে বিষ্ণু, কমলা, নারদ, এই তিন জনে মধুবনে ধ্রুব স্থানে গমন করিয়া বারম্বার ধ্রুব বর গ্রহণ কর এই শব্দে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তৎকালে ধ্রুব হরি পাদাম্বুজে চিত্তার্পণে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পূর্ব্ববৎ মৌনাবলম্বনেই রহিলেন, গোলোকপতি অর্ভক ভক্তের উত্তর অপ্রাপ্তে কাল্পনিক বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধ্রুব যদি এত অধিক আহ্বানে উত্তর না দিল, তবে আমি প্রত্যাগমন করি, তাহাতে নারদ অশেষ বিশেষ উদ্যোগে ধ্যানপূর্ণশিষ্যের ধ্যান ভঙ্গ করিতে না পারিয়া ধ্রুবারাধ্য ধনকে সম্বোধনে কহিলেন,

হে প্রভো, আপনি উহার হৃদয় অভ্যন্তরস্থিত ধ্যাতরূপ হরণ করুণ, তাহা হইলেই শিশুমতি অন্তঃকরণে ইষ্টদেব রূপ বীক্ষণ বিনা বাহ্যে দৃষ্টি করিবে।

কমলাপতি নারদের মন্ত্রানুযায়ী হইবামাত্রেই ধ্রুবারাদ্ধন অদর্শনে অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন কে রে, আমার চিত্ত স্থিত পরম পুলকপ্রদ শ্যামল ত্রিভঙ্গ অঙ্গ সুধাধিক সম্পত্তি হরণ করিলি, দীন হীন অসহায় একাকি বালকের ধনাপহরণে কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়া জন্মাইল না! এই বলিয়া ভক্তাগ্রগণ্য বালক ত্রিলোকারাধনার ধনান্বেষণে বাহ্যে চক্ষুঃ উন্মিলন করিবা মাত্রেই সম্মুখে দীক্ষা কর্ত্তা নারদ, আরাধ্যধন বিষ্ণু স্বীয় শঙ্খ সহিত দণ্ডায়মান দেখিলেন, তৎপরে ধ্রুব দণ্ডাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক করপুটে বর্ণনাতীত স্তব করিতে লাগিলেন, ভক্তবৎসল বিষ্ণু বাৎসল্যবাক্যে ধ্রুবকে বলিলেন, রে ধ্রুব, তোর বিষম কঠোরতর তপে আমি পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থে আগমন করিয়াছি, কহ কি অভিলাষে আরাধনা করিতেছ, ধ্রুব কহিলেন, আমরা মাতা পুত্রে ইহলোকে অন্তঃকরণে অসীম ক্লেশকর যাতনা সহিতে না পারিয়া আপনাকে কায়মনঃ বাক্য ঐক্য পূর্ব্বক আরাধনা করিতেছি, কৃপাদৃষ্টে দীনের দুর্গতি দূর করিয়া পরিণামে স্বচ্ছন্দ প্রদানে পরিতৃপ্ত করুণ। এই বাক্য অবসানান্তর বিষ্ণু তথাস্তু শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক

বলিলেন, রে ধ্রুব, তোর অলোক তপ মহিমায় আমি
অদ্য পঞ্চমাস দারুণ ব্যাকুল চিত্তে গোলোকোপরি ধ্রু
লোক নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং অদ্য কয়েক মাস আমি
অনুক্ষণ তোর রক্ষক হইয়া এই অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র
জন্তু হইতে সংরক্ষণ করিতেছি, যাওহ বৎস গৃহে যাও
তুমি রাজ্যেশ্বর হইয়া ইহলোকে সুখ ভোগ করত অন্তে
ধ্রুবলোকে পরম সুখ ভোগ করিও, ধ্রুব কহিলেন, হে
প্রভো, আমি পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণকে কুটিরে লইয়া
যাইয়া দুঃখিনী মাতাকে দৃষ্ট করাইব প্রতিজ্ঞা করিয়া
আসিয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞা প্রতি পালন জন্য আপনাকে
আমার মাতার নিকট কুটীরে গমন করিতে হইবে, বি
বলিলেন, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে, তুমি তপস্য
করিলে, তোমাকেই দর্শন দিলাম, তোমার মাতা
তপস্যা ভিন্ন দর্শন দিতে পারি না, ধ্রুব কহিলেন আমা
দুঃখিনী মাতা আপনাকে পরম দয়ালু পরম পক্ষপা
বিহীন বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন এক্ষণে আপনারভা
সে ভাব তাবান্তর বোধ হয়, যে হেতু সামান্য দয়া স
মান্য বিচার শক্তি বিশিষ্ট জনেও আমার মাতার দু
দূর করিতে যত্নবান্ হয়েন, আপনি পরম দয়ালু প
পক্ষপাত বিহীন হইয়া কি প্রকারে নিষ্ঠুর চিত্তে দুঃ
নীকে দর্শন দিবেন না কহিলেন, বিষ্ণু ইহা শুনি
আর দর্শন দিব না শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ত

ভাল "তাহাই হইবে,, কহিলেন, তুমি তোমার মাতার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে যে সময় আহ্বান করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিব, কমলা কহিলেন, রে বৎস ধ্রুব, আমি তোর মাতার এবং তোর দুঃখ শুনিবামাত্রেই যে পরিমাণে অসুখী হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণে শীঘ্র দুঃখিনী নিকটে যাও, তাহার তনয় অদর্শন জন্য দহ্যমানা হৃদয়কে শীতল বারিদানে স্নিগ্ধ কর, নারদ কহিলেন, বৎস ধ্রুব আমি তোমাকে শিষ্য করিয়া ধন্য হইলাম, এক্ষণ হইতে সর্ব্ব লোকে সর্ব্বকালে কহিবে, সিদ্ধ মহাত্মা ধ্রুব নারদের শিষ্য ইহাপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে, এক্ষণে দুঃখিনী সুনীতির সমীপে যাইয়া শীঘ্র তাহাকে দর্শন দেও, এবং তাহার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিও না, আপাততঃ আমরা সকলে বিদায় হই, ধ্রুব অভীষ্ট সিদ্ধের বর লব্ধান্তে অতি হৃষ্টান্তঃকরণে প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে পুনঃপ্রণিপাত পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিলেন, তাহারা সকলে তাহাকে বিদায় দিয়া স্ব২ স্থানে গমন করিলেন। ধ্রুব বালক তপ প্রভায় তপন প্রভা তুল্য বপু বিশিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে ইষ্ট সাধনান্তে ব্যগ্রান্তঃকরণে জননী দর্শন জন্য বন উপবন অতিক্রম করিয়া ক্রমে২ সুনীতির কুটীর নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন।

এস্থলে কানন অভ্যন্তরস্থিত কুটীরে সুনীতি পুত্র অদর্শন জন্য অনিবার রোদনে দৃষ্টি হীনা শীর্ণা জীর্ণা হইয়া সেই সময়ে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, হা! দুঃখিনীর পুত্র ধ্রুব তুই কোথায় রহিয়াছিস্, আমাকে এভূমণ্ডলে আর কেহ মাতা বলিবার জন নাই, তুই যে গর্ব্ভধারিণীকে শোকানলে দগ্ধ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি, এইরূপে অনেক আক্ষেপ করিতেছিলেন, এমতকালে কাননস্থিতা জনগণ ধ্রুবকে দেখিয়া অগ্রে সুনীতিকে এই শুভ সম্বাদ বলিল, ও সাধ্বী সুনীতি, তুমি আর সন্তানের শোকে ধরাশনে শয়ন করিয়া অনিবার রোদন করিও না, গাত্রোত্থান করহ, অদ্য তোমার দুর্দ্দিন ঘুচিয়া সুদিন উপস্থিত হইল, ধ্রুব তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়া তোমার নিকট আগমন করিতেছে, এই বাক্য শ্রবণে সুনীতি মৃত দেহে পুনঃ প্রাণ প্রাপ্ত্যে আনন্দে মগ্ন হইয়া কহিলেন, কৈ, কৈ, কৈ, কোথায় ধ্রুব আসিতেছে সে কি আমার জীবিত আছে? আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম, হিংস্রক প্রাণিকুলে তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে দুঃখিনীর সন্তান দেখিয়া তাহারাও দয়া করিয়াছে প্রতিবাসীগণ আমাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া অসীম পরিতোষ করাইল, সেই ফলে তোমাদিগের সন্তানগণ অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া পরম সুখ লাভ করে।

ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে মাতঃ২ ধ্বনি পূর্ব্বক কুটীর অভ্যন্ত

জননী সম্মুখে দাঁড়াইলেন, সুনীতি দৃষ্টি হীনা সমীপে সন্তানের শব্দ শ্রবণ করিয়া বাহু বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ধ্রুব, তোর অদর্শন জন্য ব্যাকুলান্তঃকরণে অনিবার রোদনে অন্ধ হইয়াছি তোর অধরব অবলোকন করিতে পারি না। আয়ত ক্রোড়ে আসিয়া দগ্ধ হৃদয়ে শীতল বারি প্রদান কর, ধ্রুব জননীর ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন, সুনীতি গগনস্থ শশী সংস্পর্শবোধে শিশু সন্তান শীরে চুম্বন করিতে লাগিলেন, দুর্গম কাননে কি রূপে দেহ ধারণ হইয়াছে, আদ্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং সাদর সম্ভাষে সুধাইলেন, হাঁরে ধ্রুব তুই যে তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছ বলিতেছিস, কৈ তোর পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ কোথায়? তুই তাঁহাকে এই কুটীরে আনিয়া আমাকে দেখাইবি কহিয়াছিলি, কৈ কৈ সে বিষয়ের কোন কথা কহিতেছিস না, ধ্রুব বলিলেন, মাতঃ আমি তাহাকে যখন যে স্থানে আহ্বান করিব, তিনি সেই দণ্ডেই সেই স্থলে উপনীত হইবেন. এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ শব্দে আহ্বান মাত্রেই ভক্তাধীন ভগবান সেই সুনীতি সম্মুখে সমাগত হইলেন; ধ্রুব পীতাম্বরাবলোকনে প্রণিপাত পুরঃসর পাণিপুটে অনেক স্তোত্র করিয়া মাতাতে কহিলেন, হে মাতঃ এই আমার পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, তুমি দৃষ্টি

কত্র সুনীতি বলিলেন আমি অন্ধা কি রূপে কৃতার্থকা-রীকে অবলোকনে কৃতার্থ লাভ করিব, এই বাক্যে দয়া ময় কমললোচন হরি সুনীতি প্রতি সানুকুল্যান্তঃকরণে দিব্য চক্ষু প্রদানে অপরূপ রূপ দর্শন দিয়া পরম পুল-কিতা করিলেন, এবং অনেক তোস জনক বাক্য কথনা-ন্তর অন্তরুত হইলেন।

এস্থানে উত্তানপাদ রাজা ধ্রুব বালকের তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমনের বার্ত্তা শ্রবণে অতি হৃষ্ট-চিত্তে স্বয়ং অমাত্য বন্ধু পারিষদ ভৃত্য জনগণে পরিবে-ষ্টিত হইয়া ঝটিতাগমনে সত্যসাধক মহত্মাসুত সম্ভাষণ জন্য সেই অরণ্যস্থ কুটীরে গমন করিয়া কহিতে লাগি লেন, হেপরম তত্ত্ব বিশারদ ধ্রুবসুত! আমি ভ্রান্ত মতি অবিবেকী, পাষণ্ড কুপিতা, তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রাজ সিংহাসন পবিত্র করিবার আশয়ে আগমন করিয়াছি তুমি নিজগুণে পিতার অপরাধ ক্ষমা করিতে তৎপর হও, অজ্ঞানের দোষ সাধুজনে সাধুস্ব স্বভাবে মার্জ্জনা করিতে ত্রুটি করেন না। পরে সুনীতিকে কহিলেন, হে সাধ্বী সুনীতি আমি তোমাকে অকৃতা-রাধে বনবাসিনী করিয়া অনির্ব্বচনীয় দুঃখ দিয়াছি তুমি এক্ষণে পাতিব্রত্যানুসারে মূঢ় মতি পাষণ্ড পতি-শতাপরাধ মার্জ্জনা পুর্ব্বক সুত সহিত মদীয় ভবনা গমনে উৎসুকা হও, তোমার পুত্রকে সত্বরে রাজ্যাভিষি

করিব, তুমি রাজমাতা হইয়া পুরন্ধ্রী মধ্যে প্রধানা হইয়া থাকিবে, আমি সুনীতি স্বামী ধ্রুবরাজার পিতা হইয়া জীবন যাত্রার সাফল্য লাভ করিব, সুনীতি কহিলেন, মহারাজ যাহা২ কহিতেছেন, আমি সকল বিষয়ে স্বীকার হইতে পারি, কিন্তু ধ্রুবধনে আর কখন প্রাণ থাকিতে সে পাপিনী শাপনী সুরুচির সন্নিধানে পাঠাইতে পারিব না, একবার তাহার কুবাক্যে ধ্রুব আমার দারুণ অভিমানে এপরিমাণ দিবস অনুদ্দেশ হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সে যদি আমার দারুণ অভিমানি অজ্ঞান ধ্রুবকে দারুণ দুর্ব্বাক্য কহে, তাহা হইলে এবার ধ্রুব জন্মের মত অনুদ্দেশ হইবে মহারাজ ক্ষমা করুন, ও অনুরোধ ভিন্ন অন্য যাহা বলিবেন তাহাই শুনিব, রাজা কহিলেন, হে সুনীতি আমি এই দণ্ডে তব বিদ্যমানে সেই পাপীয়সী সুরুচীর মস্তক ছেদনে উদ্যত আছি, কিম্বা যদি তাহাকে কাননে দিতে অনুমতি কর আমি তাহাই করিব, সুনীতি বলিলেন মহারাজ আমার নিকটে যে জন শত সহস্রাপরাধিনী তাহাকেও আমি বন বাসিনী করিতে অনুরোধ করিব না, বনবাসাপেক্ষা প্রাণ দণ্ডও সাম্য নায়ক সম্ভব, আমি তাহার দোষের জন্য কোন দণ্ড প্রার্থনা করি না, আমার ললাট লিপিতে যে সকল লিখন ছিল তাহাই ফলিল তাহার অপরাধ কিছুই ধর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর মহীপাল অরণ্যস্থিত জনগণে পারিতো-
ষিক দিয়া সুনীতির হিতৈষিনী ঋষিকন্যা গণে প্রণিপাত
পুরঃসর প্রচুর বসন ভূষণ প্রদান করিলেন, তাহারা সকলে
সুনীতিকে সুত সহিত নৃপালয় যাইতে আদেশ করিলেন
তখন সুনীতি বনস্থ বনস্থা সকলেরই সমীপে বিদায়
লইয়া সুত সহিত স্বামি সমভিব্যাহারে ভূপালয় যাত্রা
করিলেন, রাজধানীতে সুত সহিত সুনীতির নৃপালয়
প্রত্যাগমন সংবাদ শ্রবণে সকলে অনিবার বিবিধ উল্লাস
ধ্বনি করিতে লাগিল, সুনীতি ধ্রুবসুত সহিত অন্তঃপুরে
প্রবেশ মাত্রেই পুরস্থ পুরস্থা সকলের নয়নে অনিবার
প্রেমাশ্রু পতনে বিরাম রহিল না, সুরুচী সপত্নী সমীপে
পূর্ব্বভাব অভাব স্বভাবে দারুণ সরলাকারে স্বীয় দোষ
স্বীকার করিয়া পাণিপুটে পুনঃই ক্ষমা প্রার্থনা ক-
রিতে লাগিলেন, সুনীতি দারুণ সরলা অসীম পরিমাণে
অপরাধিনী সপত্নীর কিঞ্চিৎক্ষণ নতভার দৃষ্টেই পূর্ব্ব
বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃতা হইলেন, এবং প্রধানা মহিষী পরি
গণিতা হইয়া পরম সুখে স্বামি সুত সহিত কাল যাপন
করিতে লাগিলেন, কিছু কাল বিলম্বে উত্তানপাদ মহী-
পাল ধ্রুবকে রাজ্যাভিষিক্ত করাতে নগরস্থ প্রজা পুঞ্জের
আনন্দ রাখিবার স্থানাভাব হইল। মহাত্মা ধ্রুব নরেশ্বর
শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন করিয়া অসাধারণ ধীশক্তি
দ্বারা পক্ষপাত বিহীন সূক্ষ্ম বিচারে অনাথের নাথ প্র-

বল প্রতাপযুক্ত ধর্ম্মাবতার আখ্যা লব্ধান্তে ভূমণ্ডলে যে পরিমাণে মহামান্যবর হইলেন, তাহা বর্ণযোগে বিশিষ্ট রূপে ব্যক্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

উত্তানপাদ বৃদ্ধরাজ রাজকার্য্যের চিন্তন হইতে বিমুক্ত হইয়া অনিবার হরিনা উচ্চারণ পূর্ব্বক পরম হৃষ্টচিত্তে দৈব আলাপ ব্যতীত অন্য আলাপে রত রহিলেন না।

সিদ্ধ সাধু ধ্রুব বহুকালাবধি অকলঙ্কশশী সদৃশ রাজাধিরাজ আখ্যায়িত হইয়া ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় দেবরাজাকারে কতশত বিপক্ষ দলনে সাপক্ষ পালনে তাহার যশঃ পতাকা গগন মণ্ডল ভেদ করিয়া উড্ডীন ব্যতীত তিলার্দ্ধ কাল জন্য বিশ্রাম বাসনায় রত রহিল না, অন্তঃকালে ধ্রুব রাজ পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হরি দত্ত ধ্রুবলোকে মাতা পিতা স্বজন সহিত অধিক সুখ ও গৌরব সম্ভোগে অনন্ত কাল কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ধ্রুবচরিত্র সমাপ্তঃ।